POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

كُلُوا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ

তোমরা সেই পবিত্র রিযক হইতে আহার কর, যাহা আমরা তোমাদিগকে দিয়াছি।
(আল-বাকারা: ৫৮)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 3
গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ৩০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
The Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 7
সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির
সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 15 ই ফেব্রুয়ারী, 2018 28 জামাদিল আওয়াল 1439 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

আমাদের জামাতের উচিত এই ত্রিবিধ নীতি রক্ষা করে চলা এবং এক্ষেত্রে উচ্চমানের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

আমার উপদেশাবলীর সারাংশ তিনটি বিষয়ের উপর। প্রথম হল এই যে, খোদা তা'লার অধিকার স্মরণ করে তাঁর ইবাদত এবং আনুগত্যে নিমগ্ন থাকা, তাঁর মাহাত্ম্যকে অন্তরে স্থান দেওয়া, তাঁকে সব থেকে বেশি ভালবাসা, তাঁর ভয়ে ভীত হয়ে প্রবৃত্তির আবেগ পরিহার করা, তাঁকে এক-অদ্বিতীয় জ্ঞান করা, তাঁর জন্য পবিত্র জীবন অবলম্বন করা এবং কোন মানুষ বা তাঁর কোন সৃষ্টিকে তাঁর মর্যাদা না দেওয়া এবং তাঁকেই সমস্ত আত্মা ও দেহের স্রষ্টা ও অধিকারী বলে বিশ্বাস করা। দ্বিতীয়ত, সমগ্র মানবজাতির প্রতি সহানুভুতি প্রদর্শন করা, যথাসাধ্য প্রত্যেকের হিত সাধন করা এবং অন্ততঃ পক্ষে হিত সাধনের সংকল্প করা। তৃতীয়ত, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে যে সরকারের ছত্রছায়ায় রেখেছেন, অর্থাৎ ব্রিটিশ সরকারের প্রকৃত হিতাকাঙ্খী হওয়া যারা আমাদের সম্মান, প্রাণ ও সম্পদের রক্ষক । আর এমন শান্তি বিরোধী বিষয়াদি থেকে দূরে থাকা যা বিপদে ফেলে। আমাদের জামাতের উচিত এই ত্রিবিধ নীতি রক্ষা করে চলা এবং এক্ষেত্রে উচ্চমানের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা।

(কিতাবুল বারিয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৩, পৃষ্ঠা: ১৪)

১২৩ তম জলসা সালানা কাদিয়ান: সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট (সূচনা থেকে ১২৬তম বছর)

আহমদীয়াতের কেন্দ্রভূমি কাদিয়ান দারুল আমানে ১২৩ তম বাৎসরিক জলসার সফল ও বরকতময় আয়োজন

মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া ইন্টারন্যাশনালের মাধ্যমে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জলসায় অংশ গ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে সমাপনী ভাষণ

*** ৪৪ টি দেশের প্রতিনিধি জলসায় অংশ গ্রহণ করেছে। উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ২০,০৪৮ * হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমাপনী ভাষণ অনুষ্ঠানে লন্ডনে ৫,৩০০ জন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। * তাহাজ্জুদের নামায, দরসুল কুরআন এবং যিকরে ইলাহীতে আকাশ বাতাস সুরভিত হয়ে উঠেছিল। * জামাতের আলেমদের জ্ঞানগর্ভ ভাষণ প্রদান। * সর্বধর্ম সম্মেলনের আয়োজন। * অতিথিদের পরিচিতিমূলক ভাষণ। * দেশী ও বিদেশী ভাষায় অনুষ্ঠানের অনুবাদ সম্প্রচার* জামাতের সদস্যদের জ্ঞানবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তরবীয়তী বিষয় সম্বলিত তথ্যচিত্র ও বিভিন্ন জ্ঞানমূলক প্রদর্শনীর আয়োজন * ৩২ টি নিকাহর ঘোষণা * প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় জলসার সংবাদ প্রকাশ * মনোরোম আবহাওয়ায় জলসার সমস্ত অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে সম্পন্ন * ২০ থেকে ২২ শে ডিসেম্বর আরবী অনুষ্ঠান 'ইসমাউ সাউতাস সামা জা আল মসীহ জা আল মসীহ' অনুষ্ঠান কাদিয়ানের এম.টি.এ স্টুডিও থেকে সরাসরি সম্প্রচার * ৩রা জানুয়ারী থেকে ৫ই জানুয়ারী পর্যন্ত The Messiah of the age শীর্ষক অনুষ্ঠান আফ্রিকার মানুষদের জন্য সম্প্রচার ।**

(দ্বিতীয় পর্ব)

(প্রথম দিনের প্রথম অধিবেশন) (অবশিষ্টাংশ)

হযরত আব্দুর রহমান সাহেব একজন মাঝারি উচ্চতার ও পাতলা গড়নের এক সুদর্শন পুরুষ ছিলেন। তিনি একজন শিক্ষিত যুবক ছিলেন। তিনি ছিলেন মঙ্গোলে বংশোদ্ভুত আহমদযাই গোত্রের মানুষ। এই যুবক ১৮৯৫ সালের প্রারম্ভিক সময়ে কাদিয়ান এসে পৌঁছান। কাদিয়ান এসে তিনি কয়েক মাস অতিবাহিত করেন। ফিরে গিয়ে তিনি হযরত আব্দুল লতীফ সাহেবকে যাবতীয় বৃতান্ত শোনান। এরপর তিনি কাদিয়ান আসতে থাকেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর নাম তিনশ তেরজন সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত করেন। সেই সময় হযরত মসীহ মওউদ (আ.) একটি পুস্তিকা রচনা করেন যাতে তিনি তরবারি জিহাদকে নিষিদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেন। হযরত মৌলবী সাহেব কাবুল এবং খুস্ত ফিরে গিয়ে সর্বত্র একথার প্রচার করে দেন যে, ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমান যুগে তরবারীর যুদ্ধ নিষিদ্ধ। ক্রমশঃ এই সংবাদ আফগানিস্তানের গভর্নর আমীর আব্দুর রহমানের কাছে পৌঁছায়। কিছু দুষ্ট প্রকৃতির মানুষ তাকে বলে যে, সে এমন এক ব্যক্তির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে যে নিজেকে প্রতিশ্রুত মসীহ হিসেবে তুলে ধরেছে আর যুদ্ধ-বিগ্রহ জিহাদ নয় এটি তারই শিক্ষা। হতভাগা আমীর সেই শিক্ষাকে নিজের চিন্তাধারা পরিপন্থী দেখে ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং তার আদেশে মৌলবী সাহেবকে বন্দী বানানো হয়। বন্দী

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

দশার শাস্তি যখন তাঁর অবিচলতাতে চিড় ধরাতে পারল না তখন ১৯০১ সালের ২০ শে জুন কাবুলের কারাগারে তাঁকে কণ্ঠরোধ করে হত্যা করা হল। এই ভাবে প্রকৃত ইসলাম আহমদীয়াতের প্রথম শহীদ এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ইলহাম 'শাতানে তুযবাহানে'-এর সত্যায়ন স্থল কাবুলের নির্মম ভূমিতে নিজের রক্ত দিয়ে নিষ্ঠা ও অনুরাগের সেই জয়গাথা রচনা করেছেন যা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত সত্যানুরাগীদের জন্য আলোক বর্তিকা হয়ে থাকবে।

কেবিনেট মন্ত্রী শ্রী ত্রিপত রাজেন্দ্র সিং বাজওয়া ভাষণ রাখেন। তিনি বলেন: সর্বপ্রথম আমি জামাত আহমদীয়াকে জলসার জন্য সাধুবাদ জানাই এবং আপনাদেরকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, পাঞ্জাব সরকার সবসময় জামাত আহমদীয়ার সঙ্গে সহযোগিতা করে যাবে। বর্তমানে পৃথিবীর প্রয়োজন হল হযরত মির্যা মসরূর আহমদ-এর অনুগামীদের সংখ্যা যেন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। একমাত্র তবেই পৃথিবীতে খুনোখুনি বন্ধ হতে পারে আর মানুষ পৃথিবীতে শান্তিসহকারে বসবাস করতে পারে। আল্লাহ্ করুন সমগ্র বিশ্বে যেন জামাত আহমদীয়া প্রসারিত হয় এবং যথাশীঘ্রই পৃথিবীতে শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ তৈরী হয়। অবশেষে তিনি বলেন, আমি হুযুর আনোয়ার (আই.) কে কাদিয়ান আসার আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

এরপর ক্রোয়েশিয়া থেকে আগত এক আহমদী অতিথি সেয়াগ মোদা বেভোভিচ সাহেব নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন যার উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করেন নাযেরে ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাযিয়া কাদিয়ান মাননীয় মুযাফ্ফর নাসের সাহেব। তিনি বলেন, আমাদের এই সম্মানীয় অতিথি ক্রোয়েশিয়া থেকে এসেছেন। তিনি বলেছেন যে, আমি এবং আমার স্ত্রী সহ চারজন ক্রোয়েশিয়া থেকে কাদিয়ানের জলসায় এসেছি। যতদূর জেনেছি সম্ভবতঃ আমরাই ক্রোয়েশিয়ার প্রথম আহমদী দম্পতি যারা বালকান এলাকা থেকে কাদিয়ান জলসায় এসেছে। ২০১৫ সালে আগরবে বই মেলা থেকে জামাত আহমদীয়ার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক। পরে মিশনে যোগাযোগ করেন এবং জামাতের পুস্তক-পুস্তিকা অধ্যায়ন করেন। ২০১৬ সালে যুক্তরাজ্যের জলসা সালানায় আসেন এবং হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য অর্জন করেন। কিন্তু এই জলসায় আমরা আহমদী হিসেবে অংশ গ্রহণ করেছি। জামাতের বাণী প্রচারের পাশপাশি ক্রোয়েশিয়ায় হিউম্যানিটি ফার্স্ট-এর অধীনে মানব কল্যাণের একাধিক প্রকল্প আমার অধীনে সঞ্চালিত হয়েছে। কেবল খোদার কৃপায় ক্রোয়েশিয়ায় জামাতের অনেক সুখ্যাতি রয়েছে। আহমদী হওয়ার পর আমার এবং আমার স্ত্রীর উভয়েরই প্রবল ইচ্ছা ছিল হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র ভূমি দেখার। এবছর জলসায় অংশ গ্রহণ করে আমাদের সেই বাসনা পূর্ণ হয়েছে। আলহামদো লিল্লাহ॥ দিল্লী এবং কাদিয়ানে আমাদের সঙ্গে অত্যন্ত প্রেমসুলভ আচরণ করা হয়েছে। যেভাবে আমাদের সেবা যত্ন করা হয়েছে তার কারণে আমরা সকল পদাধিকারী এবং খেদমতকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞ। আপনারা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যারা এই পবিত্র ভূমিতে বসবাস করেন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলকে সুখে শান্তিতে রাখুন। কাদিয়ানের নাম ও সম্মান উচ্চ থেকে উচ্চতর হোক। আমীন।

দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয় অধিবেশন

দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয় অধিবেশন প্যালেস্টাইনের আমীর মাননীয় মহম্মদ শরীফ ওদাহ সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানটি রীতি অনুসারে সর্বধর্ম সম্মেলন হিসেবে আয়োজিত হয় যেখানে বিশেষ করে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের রাজনীতিক নেতা, সামাজিক এবং ধর্মীয় নেতারা অংশ গ্রহণ করে মতবিনিময় করেন। তিলায়াতের মাধ্যমে অধিবেশনের সূচনা হয়। মাননীয় হাফিয আব্দুস সালাম (রাবোয়া পাকিস্তান) সূরা বাকারা ২৮৫-২৮৭ নম্বর আয়াত তিলায়াত করেন যার উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করেন মাননীয় শেখ মুজাহিদ আহমদ শাস্ত্রী, সম্পাদক হিন্দি বদর। এরপর মুরুব্বী সিলসিলা মাননীয় রিযওয়ান আহমদ যাফর সাহেব এবং সঙ্গীরা সমবেত কণ্ঠে খলীফা রাবে (রহ.) রচিত একটি নযম পরিবেশন করেন। ' আপনে দেশ মেঁ আপনি বস্তি মেঁ আপনা ভি তো ঘর থা।' সভার সভাপতি হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০১৭ সালের ২৯ সে ডিসেম্বর প্রদত্ত খুতবায় হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যে দোয়ার উল্লেখ করেছিলেন তা পাঠ করে শোনান এবং শ্রোতাদেরকে তাঁর সঙ্গে সেই দোয়া উচ্চারণ করতে বলেন।

* অধিবেশনে একটিই বক্তব্য উপস্থাপিত হয় যা নায়েব নাযির দাওয়াতে ইলাল্লাহ্ মারকাযিয়া কাদিয়ান মৌলবী জ্ঞানী তানবীর আহমদ খাদিম সাহেব পাঞ্জাবী ভাষায় প্রদান করেন। তাঁর বক্তব্যের বিষয় বস্তু ছিল ' বিশ্বের প্রতিশ্রুত জাতিসমূহ'। তিনি সূরা তওবার ৩৩ নং আয়াত তিলায়াত ও অনুবাদ উপস্থাপন করেন। এরপর তিনি ভগবত গীতার ৪ অধ্যায়ের ৭ ও ৮ নং শ্লোক উপস্থাপন করে বলেন, বর্তমান যুগে সর্বত্র অধর্ম বিরাজ করছে। মানুষ পাপাচার এবং অপকর্মে আকণ্ঠ নিমজ্জিত রয়েছে। সর্বত্র পাপাচার ও অশালীনতা ছেয়ে রয়েছে। ধর্মীয় শিক্ষার কোন মূল্য নেই। তিনি বলেন, শিখদের ধর্মগ্রন্থ গুরু গ্রন্থ সাহেবেও এই সমস্ত পাপাচারের উল্লেখ রয়েছে। অনুরূপভাবে হিন্দু ধর্মের পুরাণেও এই কলিযুগের লক্ষণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে যার সারাংশ মহাভারতে রয়েছে। ইহুদী ও খৃষ্টধর্মেও এই শেষ যুগের লক্ষণাবলীর কথা বলা হয়েছে। তিনি বলেন, সমস্ত ধর্ম এই কলিযুগের পরিস্থিতির কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছে আর সেই সমস্ত গ্রন্থে একথার উল্লেখও রয়েছে যে, এই সমস্ত পাপাচার ও দুরাচার দূর করার জন্য একজন অবতারের আবির্ভাবের উল্লেখ রয়েছে। ইসলাম ধর্মেও একজন প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীর আগমণের সুসংবাদ দান করা হয়েছে। আর বানী ইসরাঈলের নবীগণ, মসীহ নাসেরী এবং হযরত মহম্মদ মুস্তাফা (সা.) যে নবীর সুসংবাদ দিয়েছিলেন তিনি এসে গিয়েছেন আর তিনি হলেন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মসীহ মওউদ (আ.)। তিনি ১৮৩৫ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারী কাদিয়ানে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) রচিত নযম উপস্থাপন করেন-

'মেঁ ওহ পানি হুঁ কি আয়া আসমাঁ
সে ওয়াক্ত পর, মেঁ ওহ হুঁ নুরে খুদা
জিস সে হুয়া দিন আশকার'

অর্থাৎ আমি সেই পানি যা আকাশ থেকে যথাসময়ে এসেছি, আমি সেই ঐশী জ্যোতিঃ যার মাধ্যমে দিন উদিত হয়েছে।'

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, আমাকে খোদার পবিত্র ও স্বচ্ছ ওহীর মাধ্যমে অবগত করা হয়েছে যে, আমি তাঁর পক্ষ থেকে মসীহ ও মাহদী এবং অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক মতভেদের মীমাংসাকারী। তাঁর মোকাবেলায় বড় বড় উলেমা দন্ডায়মান হয়েছে আর তারা সকলেই ব্যর্থ ও বিফল মনোরথ হয়ে ফিরেছে। তিনি বলেন, ১৮৮৯ সালে লুধিয়ানায় জামাতের ভিত রচিত হয়। সেই সময় চল্লিশ জন নিষ্ঠাবান ব্যক্তি তাঁর হাতে বয়আত করেন। বর্তমানে জামাতের সদস্য সংখ্যা কোটি কোটিতে পৌঁছে গেছে। জামাত ২১০ টি দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জামাতের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মসরূর আহমদ সাহেব সমগ্র বিশ্বে শান্তি ও ভ্রাতৃত্ববোধের বার্তা প্রচার করছেন। বক্তব্যের শেষে তিনি জামাত আহমদীয়ার উন্নতি সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর কতিপয় উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেন।

এই বক্তব্যের পর নিম্নোক্ত রাজনীতিক ও ধর্মীয় নেতাবর্গ নিজেদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

(১) জনাব ফতেহ জঙ্গ সিং বাজওয়া (বিধায়ক, কাদিয়ান):

তিনি সভাপতি মহাশয় এবং অতিথিদের সালাম পেশ করে বলেন: বিগত ৭০ বছর যাবৎ তাঁর পরিবারের সঙ্গে জামাত আহমদীয়ার সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। জামাত আহমদীয়ার সদস্যবর্গের সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক রয়েছে। আমি এই কাদিয়ান শহরের বাসিন্দা হিসেবে গর্বিত যেখানে আহমদীয়াতের সূচনা হয়েছিল। এটিই সেই পবিত্র ভূমি। বক্তব্যের শেষে তিনি সমস্ত অতিথিবর্গকে স্বাগত জানান এবং তাদেরকে ধন্যবাদ জানান।

(২) মাননীয় সন্যাল জাখড় সাহেব (পাঞ্জাব প্রদেশের কংগ্রেস পার্টির সভাপতি এবং সাংসদ, গুরদাসপুর) তিনি সভাপতি মহাশয় এবং উপস্থিতবর্গকে সালাম জানিয়ে বলেন, আমি এখানে প্রথম বার জলসায় এসেছি। এটি আমার সৌভাগ্য। এখানে মানবতার জয়ধ্বনি উত্থিত হয়েছে যা এক বিরল নজির। আমি কোথাও কখনো মানবতার জয়ধ্বনি উত্থিত হতে দেখি নি। সত্যিই এটি এক অনন্য দৃষ্টান্ত। এই শান্তিপ্রিয় জামাতের সূর্য কোন দিন অস্তমিত হতে পারে না। জামাত যে সংগ্রাম করছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। জামাত ঘৃণা ও বিদ্বেষের তুফানকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে যে মহান কাজ করছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। তিনি বক্তব্যের শেষে সকলকে ধন্যবাদ জানান।

(৩) জনাব সেবা সিং শিখওয়াঁ াসহেব (প্রাক্তন বিধায়ক, কাদিয়ান): তিনি সভাপতি মহাশয় এবং শ্রোতাদেরকে সালাম জানিয়ে বলেন: জামাত আহমদীয়া ইসলামের শান্তির শিক্ষার প্রসার করেছে। শিখ ধর্মেরও ইসলামের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। যখনই শিখ ধর্ম সংকটাপন্ন হয়েছে মুসলমানরা শিখ গুরুদের সঙ্গ দিয়েছেন। শিখ ধর্মে এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। গুরু গোবিন্দ সিং জি বেশ কয়েকবার মুসলমানদের সহায়তা গ্রহণ করেছেন। এই দুটি ধর্মের মধ্যে পারস্পরিক নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। শিখদের পবিত্র পীঠস্থান হরমিন্দর সাহেবের ভিত্তি স্থাপন করেন একজন মুসলমান যাতে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ এবং মানবতার জয় হয়। জামাত যে শান্তি ও ভালবাসার বার্তা পৃথিবীতে প্রচার করছে তার প্রশংসার দাবি রাখে। এই জলসার যতই প্রশংসা করা হোক না কেন, তা কম। আজ জামাত সমস্ত ধর্মকে একই মঞ্চে একত্রিত করেছে। বক্তব্যের শেষে তিনি অতিথিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

(৪) জনাব তিকশিন সুদ সাহেব (বরিষ্ঠ নেতা, বিজেপি): তিনি সভাপতি ও শ্রোতাদেরকে সালাম নিবেদন করে

এরপর দুইয়ের পাতায়.....

জুমআর খুতবা

মহানবী (সা.)-এর অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তির বর্ণনা

তাঁর পবিত্রকরণ শক্তির মাধ্যমে সাহাবাদের মধ্যে অসাধারণ পরিবর্তন

তিনি যারপরানয় অজ্ঞ, একগুঁয়ে, নোংরামিতে লিপ্ত মানুষদেরকে শিক্ষিত মানুষ করে তুললেন এবং ক্রমে তাদেকে খোদা-প্রাপ্ত মানুষে পরিণত করলেন

মহানবী (সা.)-এর সাহাবাগণের পবিত্র জীবনের ঈমান উদ্দীপক ঘটনার উল্লেখ এবং জামাতের সদস্যদের প্রতি সাহাবাদের আদর্শ অনুসরণ করার উপদেশ

মুকাররম চৌধুরী নাসের আহমেদ সাহেব (নায়েব আমীর যুক্তরাজ্য)-এর স্ত্রী মুকাররমা আমাতুল মজীদ সাহেবের মৃত্যু, তাঁর প্রশংসাসূচক গুণাবলীল উল্লেখ এবং জানাযা হাজের।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ১২ ই জানুয়ারী, ২০১৮, এর জুমুআর খুতবা (১২ সুলাহ , ১৩৯৭ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূ র আনোয়ার (আই.)বলেন: মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পবিত্র আধ্যাত্মিক শক্তি বা পবিত্রকরণ শক্তি সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন- " আমার বিশ্বাস হলো, মহানবী (সা.) এর পবিত্রকরণ শক্তি এমন ছিল যা পৃথিবীর অন্য কোন নবী প্রাপ্ত হন নি। ইসলামের উন্নতির রহস্যও এটিই যে, মহানবী (সা.) এর আকর্ষণ শক্তি অসাধারণ ছিল। আর তাঁর কথায় এমন প্রভাব ছিল যে, যে শুনতো সে তাঁর প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ত। তিনি বলেন, মহানবী (সা.) যাদেরকে নিজের প্রতি আকর্ষণ করেছেন তাদেরকে পবিত্র করে তুলেছেন।"

তিনি (সা.) তাঁর সাহাবীদের জীবনে কেমন পরিবর্তন সাধন করেছেন- এ কথা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন- " সাহাবীদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে তাদের মাঝে কোন মিথ্যাবাদী পাওয়া যায় না, অথচ আরবের প্রারম্ভিক অবস্থার প্রতি আমরা যদি দৃষ্টিপাত করি তাহলে তাদেরকে চরম অধঃপতিত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখি। তারা ছিল মূর্তিপূজায় নিমগ্ন, এতীমদের সম্পদ ভক্ষণকারী এবং সকল প্রকার অপকর্মে ধৃষ্ট ও দুঃসাহসী। তারা ডাকাতদের মত জীবন যাপন করত। এককথায় তারা যেন আপাদমস্তক নোংরামিতে নিমজ্জিত ছিল। [কিন্তু তিনি (সা.) তাদের জীবনে এমন বিপ্লব সৃষ্টি করেন যার দৃষ্টান্ত অন্য কোন জাতিতে দেখা যায় না। আর মহানবী (সা.) এর এই নিদর্শনই এত বড় যে, এক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন] এটিই পৃথিবীর দৃষ্টি উন্মীলনের জন্য যথেষ্ট।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড,পৃষ্ঠা: ৮৪-৮৬)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, একজন ব্যক্তির সংশোধনও অনেক কঠিন হয়ে থাকে। (অর্থাৎ কোন এক ব্যক্তির সংশোধন করাও অনেক কঠিন বিষয়) কিন্তু এখানে পুরো এক জাতি প্রস্তুত করা হয়েছে যারা নিজেদের ঈমান এবং নিষ্ঠার এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যে, যে সত্যকে তারা গ্রহণ করেছিলেন তার খাতিরে তারা গবাদি পশুর মতো জবাই হয়েছেন। সত্যিকার অর্থে তারা আর জাগতিক সত্তা ছিলেন না বরং মহানবী (সা.) এর শিক্ষা, দিক-নির্দেশনা এবং কার্যকরী নসীহত তাদেরকে আধ্যাত্মিক সত্তায় রূপান্তরিত করেছিল। তাদের মাঝে পবিত্র গুণাবলী সৃষ্টি হয়েছিল।" ইসলামের এই দৃষ্টান্তই আমরা আজ পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করি। তিনি বলেন, "এই ইসলাম এবং হিদায়াত বা পথ-নির্দেশনার কারণেই আল্লাহ্ তা'লা ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে মহানবী (সা.) এর নাম মুহাম্মদ রেখেছেন, যার ফলে পৃথিবীতে তিনি প্রশংসিত হয়েছেন, কেননা পৃথিবীকে তিনি শান্তি, মীমাংসা, উন্নত নৈতিক গুণাবলী এবং পুণ্য কর্মে পূর্ণ করে দিয়েছিলেন। "

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড,পৃষ্ঠা: ৮৪-৮৬)

আজও আমরা দেখি যে, ন্যায়পরায়ণরা এ কথা স্বীকার না করে পারে না যে, চরম অজ্ঞ, একগুঁয়ে আর নোংরামিতে লিপ্ত লোকদেরকে মহানবী (সা.) শিক্ষিত এবং খোদাপ্রাপ্ত মানুষে পরিণত করেছেন। কয়েক বছর পূর্বে সাক্ষাতের জন্য আগমনকারী একজন ইহুদী আলেম আমাকে বলেন যে, ইহুদীদের মসজিদে আকসায় যাওয়ার অনুমতি না থাকা সত্ত্বেও আমি সেখানে গিয়েছি এবং সবকিছু দেখে এসেছি। মসজিদ দেখা সংক্রান্ত যে বিস্তারিত ঘটনা তিনি আমাকে শুনিয়েছেন তা অতি দীর্ঘ। যাহোক তিনি বলেন, ঘুরিয়ে দেখানোর সময় সেখানকার গাইড বা তত্ত্বাবধায়কের আমার সম্বন্ধে বেশ কয়েকবার এই সন্দেহ হয় যে, আমি মুসলমান নই। প্রত্যেকবার আমি এমন কোন কথা বলি যার উদ্দেশ্য ছিল এটি প্রকাশ করা যে, আমি মুসলমান। সেই ইহুদী বলেন, এমনকি সেই তত্ত্বাবধায়ক বা গাইডকে আশ্বস্ত করার জন্য আমি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্' কলেমাও পাঠ করি। যাহোক পুরো মসজিদ ভালোভাবে দেখার পর মসজিদের তত্ত্বাবধায়ক বা গাইড আমাকে বলেন যে, যদিও আপনি কলেমা পাঠ করেছেন কিন্তু আপনার মুসলমান হওয়ার বিষয়ে আমার এখনো সন্দেহ আছে, আমি পুরোপুরি আশ্বস্ত নই। আপনি মসজিদ তো পুরোটাই দেখেছেন, এখন বলুন যে, আসল ঘটনা কী? তিনি বলেন, আমি তাকে বললামযে, তুমি সত্য বলছ,আমি মুসলমান নই, ইহুদী। আর কলেমা পাঠ করার যতটুকু সম্পর্ক রয়ে ছে, আমি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ -তে পূর্ণ বিশ্বাস রাখি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আর আমি যে 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্' বললাম, তা-ও আমি বিশ্বাস করি। কেননা আরবদের ইতিহাস সম্পর্কে আমি ভালোভাবে জানি যে, তখন আরবদের অবস্থা কী ছিল। মহানবী (সা.) এর দাবির পূর্বে আরবদের যে অবস্থা ছিল, একজন নবীই কেবল সেই অবস্থার সংশোধন করতে পারেন। বস্তুপূজারী বা ইহজাগতিক কোন নেতা সেই অবস্থা পরিবর্তন করতে পারতেন না। তাই মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্র (সা.) প্রতি ঈমান আনি বা না আনি, আমি তাকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত নবী মনে করি। যাহোক বস্তুবাদিতা বা জাগতিকতা সত্ত্বেও মহানবী (সা.) এর এই মহান বিপ্লব সাধনের কথা সে স্বীকার করেছে।

অতএব আজও যদি কেউ ন্যায়ের দৃষ্টিতে দেখে তাহলে, সাহাবীদের মাঝে মহানবী (সা.) এর পবিত্র আধ্যাত্মিকতার প্রভাবে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা দেখে সে এই কথা স্বীকার না করে পারবে না যে, সত্যিই তিনি আল্লাহ্ তা'লার রসূল ছিলেন। সাহাবীদের সম্পর্কে এবং তাদের অসাধারণ মর্যাদা সম্পর্কে আর তাদের জীবনে অসাধারণ পরিবর্তন সৃষ্টি হওয়া সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন-

"সাহাবীদের দৃষ্টান্ত দেখ। সত্যিকার অর্থে সম্মানীয় সাবাহাদের আদর্শ এমন যেন তারা নবীদের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা কেবল কর্ম পছন্দ করেন। তারা গবাদি পশুর মতো নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। আর তাদের দৃষ্টান্ত এমন যেভাবে নবুয়্যতের একটি রূপ আদম (আ.) এর যুগ থেকে চলে আসছে। (অর্থাৎ নবুয়্যতের চেহারা, আকৃতি ও মর্যাদার যে ধারণা রয়েছে তা আদমের যুগ থেকে চলে আসছে।) তথাপি তা বোধগম্য ছিল না। কিন্তু সাহাবীরা তা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রকাশ করেছেন । আর পৃথিবীর

সামনে স্পষ্ট করেছেন যে, নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততা একে বলে। তিনি (আ.) আরো বলেন, যে কষ্টকর জীবন তারা অতিবাহিত করেছেন তার দৃষ্টান্তও কোথাও পাওয়া যায় না। সম্মানিত সাহাবীদের জামা'ত বিস্ময়কর এক জামা'ত ছিল। তাঁরা ছিলেন সম্মানিত ও অনুকরণীয় এক জামা'ত। তাদের হৃদয় বিশ্বাসে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি বলেন, বিশ্বাস সৃষ্টি হলে প্রথমত ধীরে ধীরে ধন-সম্পদ ব্যায়ের প্রেরণা সৃষ্টি হয়। আর বিশ্বাস যখন বেড়ে যায় তখন বিশ্বাসী ব্যক্তি আল্লাহ্‌র খাতিরে প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত হয়ে যায়।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড,পৃষ্ঠা: ৪২)

এরপর সাহাবীদের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরতে গিয়ে এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন-لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ (সূরা নূর: ৩৮) আয়াত প্রসঙ্গে বলেন, (কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, কোন ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় তাদেরকে খোদা তা'লার স্মরণে উদাসীন করে না) এর ব্যাখ্যায় তিনি (আ.) বলেন, সাহাবীদের স্বপক্ষে এই একটি আয়াতই যথেষ্ট যে, তারা মহান সব পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। আর ইংরেজরাও এ কথা স্বীকার করে যে, তাদের দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া ভার। মরুবাসী হওয়া সত্ত্বেও এত বীরত্ব এবং সাহসিকতা সত্যিই আশ্চর্যের বিষয়!"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড,পৃষ্ঠা: ৩০৪)

তিনি বলেন- " তারা এমন সুপুরুষ যে, কোন ব্যবসা-বাণিজ্য খোদা তা'লার স্মরণ থেকে তাদেরকে বিরত রাখতে পারে না আর কোন ক্রয়-বিক্রয় এ ক্ষেত্রে তাদের প্রতিবন্ধক হতে পারে না। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ভালোবাসায় তারা এমন শ্রেষ্ঠত্ব রাখেন যে, জাগতিক ব্যস্ততা যত বেশিই হোক না কেন তাদের ইবাদতের পথে তা কোন বাধ সাধতে পারে না।"

(বারাহীনে আহমদীয়া, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২০-২১)

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন-

" স্মরণ রেখো! আল্লাহ্ তা'লার শ্রেষ্ঠ বান্দা তারাই হয়ে থাকে যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ অর্থাৎ হৃদয় যখন আল্লাহ্ তা'লার সাথে সত্যিকার সম্পর্ক এবং প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হয় তখন তাঁর থেকে তা পৃথক হতেই পারে না। এর একটি অবস্থা এভাবে বোঝা যায় যে, কারো সন্তান অসুস্থ হলে সে যেখানেই যাক আর যে কাজেই ব্যস্ত থাকুক না কেন, তার অন্তরাত্মা ও মনোযোগ সেই সন্তানের প্রতিই নিবদ্ধ থাকবে। অনুরূপভাবে যারা খোদার সাথে নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক এবং ভালোবাসার বন্ধন রচনা করে তারা কোন অবস্থাতেই খোদা তা'লাকে ভুলে যায় না। "

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২০-২১)

অতএব সাহাবীগণ (রিজওয়ানুল্লাহ্ আলায়হিম) খোদার সাথে সেই সত্যিকার সম্পর্ক এবং প্রেমবন্ধন স্থাপন করেছিলেন যে, তারা খোদা তা'লা সম্পর্কে বিস্মৃত হবেন বা তাঁর খাতিরে কোন ত্যাগ স্বীকারে দ্বিধা করবেন এমন প্রশ্নই উঠে না। এ ক্ষেত্রে সাহাবীদের অগণিত দৃষ্টান্ত রয়েছে।

হযরত খুব্বাব বিন আল-আর্‌ত সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে তখন তার মাঝে এতটা খোদাভীতি ছিল যে, তিনি নিজের কাফন দেখার জন্য চেয়ে পাঠান এবং দেখেন যে, এটি অতি উন্নত মানের একটি কাফনের কাপড়। তিনি নিজের আত্মীয়-স্বজনকে বলেন যে, তোমরা এত উন্নত মানের কাফন আমাকে পরাবে! এবং কাঁদতে আরম্ভ করেন আর বলেন যে, মহানবী (সা.) এর চাচা হযরত হামজা কাফন হিসেবে একটি চাদর মাত্র পেয়েছিলেন। আর তা-ও এত ছোট ছিল যে, পা ঢাকলে মাথা দেখা যেত আর মাথা ঢাকালে পা উলঙ্গ হয়ে যেত। তখন মহানবী (সা.) এর নির্দেশে ঘাস দিয়ে পা ঢেকে দেওয়া হয়। এরপর পরম খোদাভীতির অবস্থায় তিনি বলেন যে, মহানবী (সা.) এর যুগে আমি এক দিনার বা দিরহামেরও মালিক ছিলাম না। কিন্তু আজ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর কল্যাণে, ঐশী নিয়ামতের বরকতে এবং সেই সকল কুরবানী গ্রহণ করার কারণে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এত সম্পদ দিয়েছেন যে, আমার গৃহকোণে যে সিন্দুক পড়ে আছে তাতেই চল্লিশ হাজার দিরহাম রাখা আছে। তিনি বলেন,আল্লাহ্ তা'লা এত অঢেল দিয়েছেন যে, আমার ভয় হয়, কোথাও আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কর্মের প্রতিদান পুরোটা এ পৃথিবীতেই দিয়ে দেন নি তো! আর কোথাও পারলৌকিক জীবনের প্রতিদান থেকে আমি বঞ্চিত না হই। তিনি যখন মৃত্যুশয্যায় ছিলেন সাহাবীরা তাকে দেখতে যান এবং তাকে আশ্বস্ত করতে গিয়ে বলেন যে, আপনিও মনে হয় প্রবীণ সাহাবীদের সাথে মিলিত হতে যাচ্ছেন, তখন তিনি অঝোরে কেঁদে উঠেন এবং একই সাথে বলেন, এ কথা মনে করো না যে, আমি মৃত্যু ভয়ে কাঁদছি। বরং আমি এজন্য কেঁদেছি কেননা যে সব সাহাবীকে তোমরা আমার ভাই আখ্যায়িত করেছ, তাদের মর্যাদা অতীব মহান ছিল। আমি জানি না, তাদের ভাই হওয়ার যোগ্যতা আমার আছে কি না। তিনি (রা.) আরো বলেন, যারা আমাদের পূর্বে অতীত হয়েছেন তারা জাগতিক এই ধন-সম্পদ উপভোগ করেন নি যা আমরা উপভোগ করছি। তার খোদাভীতি এবং তাকওয়ার মান এমন ছিল যে, নিজেকে অত্যন্ত দুর্বল জ্ঞান করতেন। খোদাভীতির কারণে তার এই আশঙ্কা ছিল যে, মৃত্যুর পর খোদা আদৌ সন্তুষ্ট হবেন কি না। আর এটিই দোয়া করতেন যে, খোদা যেন সন্তুষ্ট হন।

(আত তাবকাতুল কুবরা, লি ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৮৮-৮৯)

তাঁর কুরবানী এবং ধর্মসেবা কারো চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। হযরত আলী (রা.) যখন খলীফা ছিলেন তখন তার জানাযা পড়ান এবং তার সম্পর্কে ঐতিহাসিক বাক্যাবলী উদ্ধৃত করেন। সেসব শব্দের মাধ্যমেই হযরত খুব্বাব এর প্রকৃত মর্যাদা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। তিনি (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা খুব্বাবের প্রতি কৃপা করুন। তিনি গভীর অনুরাগ ও ভালোবাসা নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং এরপর হিজরত করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। এরপর যে জীবন তিনি অতিবাহিত করেছেন তা এক মুজাহিদ বা সংগ্রামী মানুষের জীবন ছিল। তিনি ভয়াবহ পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছেন আর পরম ধৈর্য এবং অবিচলতা প্রদর্শন করেছেন। হযরত আলী (রা.) আরো বলেন, আল্লাহ্ তা'লা সৎকর্মশীলদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।

(আসাদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬৭৭)

হযরত ওমরের দৃষ্টিতে হযরত খুব্বাবের পদমর্যাদা কত মহান ছিল দেখুন! একবার হযরত ওমর (রা.) হযরত খুব্বাবকে ডেকে তার মসনদ বা আসনে বসান এবং বলেন যে, হে খুব্বাব! আপনি আমার সাথে এই মসনদে বসার যোগ্যতা রাখেন। বেলাল ছাড়া আর কেউ আমার সাথে এই মসনদে বসার যোগ্য বলে আমি মনে করি না। তিনিও অর্থাৎ হযরত বেলাল প্রারম্ভিক যুগে ইসলাম গ্রহণ করে অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। হযরত খুব্বাব বলেন যে, হে আমীরুল মু'মিনীন! এতে সন্দেহ নেই যে, হযরত বেলালও এর যোগ্য; কিন্তু সত্য কথা হলো মুশরিকদের হাত থেকে হযরত বেলালকে রক্ষা করার মানুষ ছিল। তাই হযরত আবু বকর (রা.) তাকে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন। কিন্তু আমাকে এই যুলুম এবং অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করার মতো আমার কেউ ছিল না। আর এমনও এক দিন আসে যখন কাফিররা আমাকে ধরে আগুনে ফেলে দেয় এবং এক নিষ্ঠুর ও নির্দয় ব্যক্তি আমার বুকে পা রেখে চেপে ধরে যার ফলে সেই আগুন থেকে বের হওয়া আমার জন্য সম্ভব ছিল না। জ্বলন্ত কয়লায় পড়ে থেকে আমার পিঠ পুড়ে যায়। কয়লা জ্বালিয়ে তাকে তার উপর বলপূর্বক শুইয়ে দেওয়া হয়েছিল। এরপর হযরত খুব্বাব তার পিঠের কাপড় সরিয়ে দেখান, যেখানে সাদা দাগের চিহ্ন ছিল। তিনি বলেন যে, জ্বলন্ত কয়লায় শুয়ে থাকার কারণে এই চিহ্নের সৃষ্টি হয়েছে। চর্বি এবং চামড়া গলে গিয়েছিল আর এরপর এই সাদা চামড়া বের হয়ে আসে। হযরত খুব্বাব বদর, খন্দক এবং উহুদের যুদ্ধেও যোগ দিয়েছেন। কিন্তু এসব কিছু সত্ত্বেও মৃত্যুর সময় তাঁর চিন্তা এটিই ছিল যে, জানি না খোদা তা'লা সন্তুষ্ট হবেন কি না।

(আত তাবকাতুল কুবরা, লি ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৮৮)

আরেকজন সাহাবী ছিলেন, হযরত মায বিন জাবাল। তার সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তাহাজ্জুদ গুযার ছিলেন এবং অনেক দীর্ঘ সময় ইবাদত করতেন। নিকটাত্মীয়রা তার তাহাজ্জুদ নামাযের চিত্র এভাবে অঙ্কন করেছে যে, তিনি আল্লাহ্ তা'লার দরবারে নিবেদন করতেন, হে আমার প্রভু !এখন সবাই ঘুমন্ত, আর চোখ নিদ্রিত। হে আল্লাহ্! তুমি চিরঞ্জীব- জীবনদাতা, চিরস্থায়ী-স্থিতিদাতা। আমি তোমার কাছে জান্নাতের প্রত্যাশী। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমার কিছু আলস্য রয়েছে, অর্থাৎ কর্মের ক্ষেত্রে আমি কিছুটা অলস, আর অগ্নি থেকে দূরে সরে আসার ক্ষেত্রে দুর্বল এবং শক্তিহীন। আমি জানি যে, জাহান্নামের অগ্নিও রয়েছে, আর এর জন্য নেক কর্ম করতে হয়। কিন্তু এটি থেকে বাঁচার প্রচেষ্টায় আমি খুবই দুর্বল। হে আল্লাহ্! নিজ সন্নিধান থেকে তুমি আমাকে পথ প্রদর্শন কর। আমাকে এমন পথনির্দেশনা দাও যা কিয়ামত দিবসেও আমি লাভ করব, যেদিন তুমি নিজ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে না। খোদা তা'লার পথে তিনি অঢেল খরচ করতেন আর এ কারণে ঋণগ্রস্তও হয়ে যেতেন।

(আসাদুল গাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা:৪০২)

হযরত কাব বিন মালেকের পুত্র হযরত মায (রা.) সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, হযরত মাযের সাথে আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহার ছিল খুবই অভিনব। তিনি খুবই সুদর্শন এবং দানশীল ছিলেন। তার দোয়াও অনেক বেশি গৃহীত হতো। আল্লাহ্‌র কাছে যা চাইতেন, খোদা তা'লা তাকে তা দান করতেন। তার সাথে খোদার বিশেষ আচরণ ছিল। ঋণে জর্জরিত হলে ঋণ থেকে মুক্তির

ব্যবস্থাও আল্লাহ্ তা'লাই করতেন। খোদা তা'লা তাকে এক বিস্ময়কর জ্ঞান এবং অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে রেখেছিলেন।

(আল মু'জামিল কাবীর লিতিতবরানী, খণ্ড-২০, পৃষ্ঠা: ৩০-৩২)

এই সাহাবীদের খোদাপ্রেমের কারণে মহানবী (সা.) এর প্রতিও ভালোবাসা ছিল বা রসূলুল্লাহ্‌র প্রতি ভালোবাসার কারণেই খোদা তা'লার সাথেও তাদের ভালোবাসা সৃষ্টি হয়েছিল, কেননা তাঁর আধ্যাত্মিক প্রভাবই তাদের হৃদয়ে খোদার ভালোবাসা বোধ সৃষ্টি করেছিল। তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তিই তাদের হৃদয়ে খোদার ভালোবাসা সৃষ্টি করেছিল। যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে, মহানবী (সা.)-এর পবিত্র আধ্যাত্মিক শক্তি তাদের মাঝে এক বিপ্লব সাধন করেছিল, নতুবা প্রেম এবং ভালোবাসার এই উপাখ্যান কখনো রচিত হত না। খোদার সন্তুষ্টির জন্য মহানবী (সা.)- এর প্রতি তাদের যে ভালোবাসা ছিল তা-ও এমন যার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও উল্লেখ করেছেন।

যেমন হযরত শামমাস বিন উসমান সম্পর্কে ইতিহাসে এমন ঘটনা সংরক্ষিত রয়েছে যা মহানবী (সা.) এর প্রতি তাঁর ভালোবাসার এক দৃষ্টান্ত হয়ে গেছে বা প্রবাদে পরিণত হয়েছে। আর ইসলামের কারণে কুরবানী এবং ত্যাগ স্বীকারের ক্ষেত্রেও এক উচ্চমানের দৃষ্টান্ত এটি। উহুদের যুদ্ধে যেখানে হযরত তালহার প্রেম এবং ভালোবাসার ঘটনা দেখা যায় যে, কিভাবে তিনি নিজের হাত মহানবী (সা.) এর পবিত্র চেহারার সামনে রেখেছেন যেন কোন তীর তাঁকে আঘাত না করে, সেখানে হযরত শামমাসও মহান ভূমিকা পালন করেছেন। হযরত শামমাস মহানবী (সা.) এর সামনে দাঁড়িয়ে যান এবং প্রতিটি হামলা নিজের ওপর নিয়ে নেন। মহানবী (সা.) হযরত শামমাস সম্পর্কে বলেন যে, শামমাসকে আমি যদি কোন কিছুর সাথে তুলনা করি তাহলে ঢাল বা বর্মের সাথে তুলনা করব কেননা উহুদের ময়দানে সে আমার জন্য এক ঢাল বা বর্মই হয়ে গিয়েছিল। সে নিরাপত্তা প্রদান করতে গিয়ে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আমার অগ্রে, পশ্চাতে, ডানে এবং বামে লড়াই চালিয়ে গেছে। মহানবী (সা.) বলেন, আমি যেদিকে তাকাতাম সেদিকেই শামমাসকে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে দেখতাম। এরপর শত্রু যখন মহানবী (সা.) এর ওপর আঘাত হানতে সক্ষম হয় এবং তিনি (সা.) চেতনা হারিয়ে মাটিতে পড়ে যান, তখনও শামমাসই ঢাল বা বর্ম হিসেবে সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন এবং নিজে গুরুতরভাবে আহত হন। সে অবস্থায়ই তাকে মদিনায় আনা হয়। তখন হযরত উম্মে সালমা বলেন, সে আমার চাচাত ভাই। আমি তার নিকট আত্মীয়া। তাই আমার ঘরেই তার চিকিৎসা এবং শুশ্রূষার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। কিন্তু গুরুতরভাবে আহত হওয়ার কারণে দেড়-দুই দিন পরেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মহানবী (সা.) বলেন, শামাসকেও তার পোশাক পরিহিত অবস্থাতেই দাফন করা হোক যেভাবে অন্যান্য শহীদদের করা হয়েছে।

(আত তাবকাতুল কুবরা, লি ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩১)

আরেকজন সাহাবী ছিলেন হযরত সাঈদ বিন যায়েদ। তিনি হযরত ওমরের ভগ্নিপতি ছিলেন। আর তিনিই সেই ব্যক্তি যাকে ইসলাম গ্রহণের অপরাধে প্রহারের করার জন্য হযরত ওমর যখন হাত উঠান তখন তার স্ত্রী অর্থাৎ হযরত ওমরের বোন সামনে চলে আসেন এবং আহত হন। হযরত ওমরের উপর এর এমন প্রভাব পড়ে যে, ইসলাম গ্রহণের প্রতি তাঁর মনোযোগ সৃষ্টি হয়।

(সীরাত ইবনে হিশশাম, পৃষ্ঠা: ২৫১-২৫২)

হযরত সাঈদের আত্মাভিমান এবং খোদাভীতি সংক্রান্ত একটি ঘটনা পাওয়া যায়। তাঁর জীবিকা নির্বাহ হতো একটি জামিদারির মাধ্যমে। অর্থাৎ তাঁর কিছু জমি ছিল আর এই জমির আয়েই দিনাতিপাত হতো। তাঁর জমি সংলগ্ন এক মহিলারও জমি ছিল। সেই মহিলা তার জমির ওপর মালিকানার দাবি করে বসে যে, আপনি আমার কিছু জমি জবরদখল করে রেখেছেন। তখন হযরত সাঈদ বলেন, কোন মামলা করার প্রয়োজন নেই। আর তিনি তার পুরো জমি ছেড়ে দেন এবংসেই মহিলার হাতে তুলে দিয়ে বলেন যে, আমি মহানবী (সা.) এর কাছে শুনেছি, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারো জমির এক বিঘত পরিমাণও অধিকার করে, কিয়ামত দিবসে তাকে সাতটি জমির বোঝা বহন করতে হবে। অতএব আমি এই অভিযোগে অভিযুক্ত হতে চাই না, আর আমি ঝগড়া-বিবাদেও লিপ্ত হতে চাই না। কিন্তু কেউ যেন এ কথা না বলে যে, তিনি কারো জমি জবরদখল করেছেন। অর্থাৎ কেউ এ কথাও বলতে পারত যে, তিনি এক মহিলার জমি জবরদখল করেছেন, আর এখন এটি প্রকাশ পেয়ে যাওয়ায় তা ফেরত দিচ্ছেন। তিনি অনেক বেশি দোয়ায় অভ্যস্ত ব্যক্তি ছিলেন, তাই সম্ভাব্য এই অভিযোগ বা অপবাদ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার জন্য সেই মহিলার জন্য এই দোয়া করেন যে, এই মহিলা যদি অত্যাচারিত না হয় বরং অত্যাচারী হয়, তাহলে খোদা যেন তাকে ধৃত করেন এবং তার পরিণাম যেন অশুভ হয়। অতএব বলা হয় যে, সেই মহিলা অন্ধ অবস্থায় মারা যায় এবং শিক্ষণীয় দৃষ্টান্তে পরিণত হয়।

(সহী মুসলিম, কিতাবুল ফারায়েয)

সত্য কথা বলা এবং এ ক্ষেত্রে কাউকে ভয় না করা সাহাবীদের নিত্যনৈমিত্তিক বৈশিষ্ট্য ছিল। হযরত সাঈদ বিন যায়েদ সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে যে, কুফায় আমীর মুয়াবিয়ার নিযুক্ত গভর্ণর একদিন জামে মসজিদে বসে ছিল। হযরত সাঈদও সেখানে আসেন। গভর্ণর গভীর শ্রদ্ধা এবং সম্মানের সাথে তাকে স্বাগত জানান এবং নিজের সাথে বসান। ইতিমধ্যে কুফার এক ব্যক্তি সেখানে আসে এবং হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে অপলাপ আরম্ভ করে। হযরত সাঈদ (রা.) এতে খুবই অসন্তুষ্ট হন। গভর্ণরের সামনে বলছে বলে তিনি চুপ করে থাকেন নি, আর এটিই প্রজ্ঞার দাবি, বরং তিনি বলেন, আমি মহানবী (সা.) এর কাছে শুনেছি যে, আবু বকর, ওমর, উসমান,আলী, তালহা, যুবায়ের বিন আওয়াম, সা'দ এবং আব্দুর রহমান বিন অউফ জান্নাতে বসবাস করবে। তিনি আরো বলেন, এছাড়া এক দশম ব্যক্তিও রয়েছে, যার নাম আমি নিচ্ছি না। যখন তাকে বলার জন্য জোর করা হয় তখন তিনি বলেন যে, সেই দশম ব্যক্তি হলাম আমি, অর্থাৎ সাঈদ বিন যায়েদ।

(সুনান আবু দাউদ, কিতাব আল সুন্নাহ)

তার পক্ষ থেকে একটি হাদীসে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, সবচেয়ে বড় সুদ অর্থাৎ নিষিদ্ধ বিষয় হলো মুসলমানের সম্মানে অন্যায়ভাবে আঘাত হানা।

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব)

অথচ আজ এ বিষয়টিই মুসলমানরা ভুলে বসেছে। আর বৃহত্তর থেকে ক্ষুদ্র পরিসরে পর্যন্ত আমরা দেখি যে, এক মুসলমান ব্যক্তিস্বার্থের কারণে অন্য মুসলমানের সম্মানে আঘাত হানে।

আরেকজন সাহাবী হযরত সুহায়ব বিন সিনান রূমীর উল্লেখ পাওয়া যায়। খোদা তা'লার পক্ষ থেকে যখন মুসলমানদের হিজরতের অনুমতি হয় তখন হযরত সুহায়বও হিজরতের সংকল্প করেন। তিনি ধীরে ধীরে অনেক উন্নতি করেছিলেন। প্রথমে এসেছিলেন এক ক্রীতদাস হিসেবে। এরপর মুক্তি পান এবং উন্নতি করেন। ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ করেন এবং অনেক সম্পদশালী ব্যবসায়ী হয়ে যান। ব্যবসার মাধ্যমে প্রভূত ধনসম্পদ উপার্জন করেন। হিজরত করে চলে যাওয়ার সময় মক্কাবাসীরা বলে যে, তুমি একজন কপর্দকহীন দাস হিসেবে আমাদের শহরে এসেছিলে। আমরা তোমাকে এখান থেকে উপার্জিত ধনসম্পদ কোনভাবেই নিয়ে যেতে দিব না। তিনি বলেন, ঠিক আছে, আমি আমার সম্পদ ছেড়ে দিচ্ছি, সম্পদ না নিলে তো যেতে দিবে। যাহোক তিনি তার অর্ধেক সম্পদ মক্কাবাসীদের হাতে তুলে দেন এবং হিজরতের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। নিজ পরিবারসহ তিনি যখন মদিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, তখন কতক কুরায়েশ তার পিছু ধাওয়া করে। সুহায়েব অনেক সাহসী মানুষ ছিলেন, তীর চালনায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। কাফিরদের দেখে তূণ থেকে সব তীর বের করে তিনি মাটিতে ছড়িয়ে দেন এবং তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, হে কুরায়শ! তোমার জান যে, আমি তোমাদের চেয়ে দক্ষ তীরন্দাজ। আমার তীর শেষ হওয়া পর্যন্ত তোমরা আমার কাছে পৌঁছতে পারবে না। এরপর রয়েছে আমার তরবারি। আমার বিরুদ্ধে এর সাথেও তোমাদের যুদ্ধ করতে হবে। অতএব আমাকে শান্তিতে যেতে দাও- এটিই ভালো হবে। আর এর বিনিময়ে আমার অবশিষ্ট সম্পদ, যা আমি অমুক জায়গায় রেখেছি তা নিয়ে নিও। এভাবে বড় প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে সম্পদ বিসর্জন দিয়েও তিনি সন্তানদের জীবন রক্ষা করেন এবং নিজেও নিরাপদে পৌঁছে যান। সুহায়েব যখন মহানবী (সা.) এর দরবারে উপস্থিত হন আর পুরো সম্পদ বিসর্জন দিয়ে কীভাবে প্রাণ ও ঈমান রক্ষা করে এখানে এসেছেন তা তুলে ধরেন, তখন মহানবী (সা.) বলেন যে, তুমি কোন লোকসান জনক ব্যবসা কর নি, অনেক ভালো ব্যবসা করেছ।

(আত তাবকাতুল কুবরা, লি ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১২১)

প্রত্যেক সাহাবীর নিজস্ব রীতি ছিল। একবার হযরত ওমর হযরত সুহায়েবকে বলেন যে, তুমি মানুষকে অনেক বেশি অন্ন দান কর। আমার আশঙ্কা হয় যে, এতে কোথাও অপব্যয় না হয়ে যায়। হযরত সুহায়ব বলেন, আমি মানুষকে এই যে আহার করাই , এটিও মহানবী (সা.) এর এক নির্দেশ অনুযায়ী । তিনি (সা.) আমাকে নসীহত করতে গিয়ে বলেছিলেন যে, তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম মানুষ তারা যারা মানুষকে আহার করায় এবং সালামের প্রচলন করে। মানুষকে আসসালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু বলা- এটিও একটি নেক কর্ম। আর হযরত মুহাম্মদ (সা.) এটিকে সর্বোত্তম লোকদের পরিচয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্(সা.) এর কাছে এই যে নসীহত আমি শুনেছিলাম তা মদিনায় আসার পর তিনি আমাকে করেছিলেন। আমি সেটিকে আমার হৃদয়ে গেঁথে

নিয়েছি। আর বৈধ ক্ষেত্র বা স্থান ছাড়া আমি পয়সা খরচ করি না, অপব্যয় করি না।

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বিল, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৯২৪)

হযরত ওমরের দৃষ্টিতেও হযরত সুহায়েবের মর্যাদা অনেক বড় ছিল। হযরত ওমর তাঁর জানাযা হযরত সুহায়বের মাধ্যমে পড়ানোর ওসীয়্যত করে গিয়েছিলেন। আর পরবর্তী খলীফা নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত নামাযের ইমামতিও তিনিই করেন।

(আসাদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা:৪২৩)

হযরত উসামা মহানবী (সা.) কর্তৃক মুক্ত দাস হযরত যায়েদের পুত্র ছিলেন। হযরত উসামা সেই সৌভাগ্যবান মানুষ ছিলেন যাকে মহানবী (সা.) তাঁর স্নেহ এবং ভালোবাসার সনদে ধন্য করেছেন।

(আসাদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা:৯১)

রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে এতটা ভালোবাসতেন বা স্নেহ করতেন যে, উসামা নিজেই বলেন, রসূলে করীম (সা.) হযরত হোসেন এবং তাকে অর্থাৎ তাদের উভয়কে দুই রানে বসাতেন এবং বলতেন যে, হে আল্লাহ্! এই দু'জনকেই তুমি ভালোবাস। কেননা আমিও তাদেরকে ভালোবাসি ও স্নেহ করি।

(আল মু'জামিল কাবীর লিততিবরানী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৭)

কিন্তু যেখানে তরবীয়্যত এবং ধর্মের প্রশ্ন উঠে সেখানে কেবল খোদার নির্দেশই অগ্রগণ্য হয়ে ওঠে। সেখানে ব্যক্তিগত ভালোবাসার কোন স্থান নেই। মহানবী (সা.) এর যুগে হযরত উসামা অল্পবয়স্ক ছিলেন, এমনকি মৃত্যুর সময়ও তার বয়স ছিল আঠারো বছর। কিন্তু কোন কোন যুদ্ধে অংশ গ্রহণের সুযোগ তিনি পেয়েছেন। একটি বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, এক কাফের এক যুদ্ধে হযরত উসামার সামনে আসে এবং তাৎক্ষনিকভাবে কলেমা পাঠ করে। কিন্তু তবুও তিনি (রা.) এই ভেবে তাকে হত্যা করেন যে, সে মৃত্যুভয়ে কলেমা পাঠ করছে। হযরত উসামা বলেন, আমি এই ঘটনা মহানবী (সা.) এর সম্মুখে বিবৃত করলে তিনি (সা.) বলেন, কলেমা পাঠ করা সত্ত্বেও তুমি সেই ব্যক্তিকে হত্যা করলে? আমি নিবেদন করলাম যে, সে শুধু আত্মরক্ষার খাতিরে কলেমা পাঠ করেছিল। তিনি (সা.) বলেন, তুমি কি তার হৃদয় চিরে দেখেছিলে? এরপর তিনি (সা.) আরো বলেন, তুমি কি তাকে কলেমা শাহাদাত পাঠ করা সত্ত্বেও হত্যা করলে? হযরত উসামা বলেন যে, মহানবী (সা.) এই বাক্যের এতবার পুনরাবৃত্তি করেন যে, আমি ভাবলাম, হায়! আজকের পূর্বে আমি যদি মুসলমানই না হতাম। উসামা বলেন, আমি তখনই অঙ্গীকার করি যে, ভবিষ্যতে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পাঠকারী কোন ব্যক্তিকে আমি কখনো হত্যা করবো না।

(আসাদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা:৯২-৯৩)

হায়! আজকের মুসলমানরাও যদি এই কথাগুলো বুঝত। ইসলামের নামে অমুসলিমদের ওপর যে নির্যাতন করা হচ্ছে তা তো এরা করছেই, সেই সাথে নিজ নিজ জায়গায় মুসলমানরাই মুসলমানদের হত্যা করছে। সিরিয়ার যুদ্ধকেই নিন, এই যুদ্ধ সম্পর্কে বলা হয় যে, যখন থেকে এই যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে তার পর থেকে গত কয়েক বছরে সেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা করা হয়েছে। মুসলমানরাই মুসলমানদের হত্যা করেছে। যারা কলেমা পাঠকারী তারাই পরস্পরকে হত্যা করছে বা কলেমার নামে খুন করছে। ইয়েমেনে কলেমা পাঠকারীদেরকে হত্যা করা হচ্ছে। এছাড়া অন্যান্য যুলুম ও অত্যাচারও হচ্ছে এবং নির্যাতন করা হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা এই মুসলমানদের কাণ্ডজ্ঞান এবং বিবেকবুদ্ধি দিন। সাহাবীদের প্রতি ভালোবাসা এবং রসূলপ্রেমের তাদের দাবি যেন কেবল বুলিসর্বস্ব না হয়, বরং সে অনুসারে তারা যেন আমলও করে। কিন্তু আসল কথা হলো এরা ইসলামের নামে নিজেদের আমিত্ব এবং অহমিকার পিপাসা নিবারণ করছে। ইসলামী শিক্ষার ক-খও এরা জানে না। এরা কেবল নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টাই করে। মুখে আল্লাহ্‌র নাম নিলেও তাদের অন্তরে কেবল আমি এবং আমিত্ব রয়েছে। বর্তমান যুগে এ পৃথিবীতে সত্যিকার তাকওয়া সৃষ্টির জন্য আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে প্রেরণ করেছেন। অতএব তাঁকে গ্রহণ না করা পর্যন্ত এদের সংশোধন সম্ভব নয়। সুতরাং তাদের অবস্থা দেখে আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত এবং কৃতজ্ঞতার প্রেরণায় আরো সমৃদ্ধ হওয়া উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সেই পথপ্রদর্শককে মানার তৌফিক দিয়েছেন যাকে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.) এর সত্যিকার দাস হিসেবে পাঠিয়েছেন। তিনি সাহাবীদের মর্যাদা সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করেছেন এবং তাদের পথ অনুসরণের নসীহত করেছেন। সাহাবীদের জীবনাদর্শ কেমন ছিল তা আমাদেরকে অবহিত করেছেন এবং বলেছেন যে, তোমাদের উচিত তাদের অনুকরণীয় আদর্শ জ্ঞান করা এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণের চেষ্টা করা। অতএব এটিই সেই মাধ্যম যেটিকে আমরা যদি নিজেদের সামনে রাখি এবং তাঁর কথাকে বুঝার এবং এর ওপর আমল করার চেষ্টা করি তাহলে সত্যিকার মুসলমানে পরিণত হতে পারি।

তিনি (আ.) এক জায়গায় বলেন-

" প্রকৃত কথা হলো, মানুষ নিজের কামনা-বাসনা এবং স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে খোদার সম্মুখে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত কিছুই অর্জন করতে পারে না, বরং নিজের ক্ষতি করে। কিন্তু সকল কামনা-বাসনা এবং স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে সে যদি শূন্য হাতে আর স্বচ্ছ হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে উপস্থিত হয় তাহলে খোদা তাকে দেন এবং তার সাহায্য করেন। কিন্তু শর্ত হলো মানুষ যেন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় এবং তাঁর পথে লাঞ্ছনা ও মৃত্যুকে বরণকারী হয়ে যায়।"

পুনরায় তিনি বলেন- " দেখ এই ইহজগত ক্ষণভঙ্গুর এবং নশ্বর, কিন্তু এর স্বাদও তারাই পায় যারা খোদার খাতিরে এটিকে পরিত্যাগ করে। এ কারণেই যে ব্যক্তি খোদার নৈকট্যপ্রাপ্ত হয়। (সাহাবীদের জীবনালেখ্যে আমরা দেখেছি যে, খোদার খাতিরে জাগতিকতা পরিত্যাগের কারণে আল্লাহ্ তাদরেকে অঢেল সম্পদ দিয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা নিজেদের পরিণাম এবং পরকাল সম্পর্কে চিন্তিত থাকতেন। এত অঢেল দানে ভূষিত হওয়া সত্ত্বেও তারা যেন সম্পূর্ণভাবে খোদার হয়ে গিয়েছিলেন।) তিনি বলেন, যে ব্যক্তি খোদার নৈকট্যপ্রাপ্ত হয় খোদা ইহজগতে তাকে গ্রহণযোগ্যতা দিয়ে থাকেন। এটি সেই গ্রহণযোগ্যতা যার জন্য জগৎপূজারীরা হাজারো প্রচেষ্টা করে যেন কোনভাবে কোন উপাধি লাভ হয় বা কোন সম্মানজনক মর্যাদা অথবা দরবারে কোন চেয়ার লাভ হয় আর চেয়ারে আসীন লোকদের তালিকায় যেন তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এক কথায় সমস্ত জাগতিক সম্মান তাকেই দেওয়া হয় আর সকল হৃদয়ে তারই মাহাত্ম্য এবং সম্মান সৃষ্টি করা হয় যে আল্লাহ্‌র খাতিরে সবকিছু পরিত্যাগ এবং হারানোর জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। আর শুধু প্রস্তুতই হয় না বরং পরিত্যাগ করে। এক কথায় খোদার খাতিরে যারা হারায় তাদেরকে সবকিছু দেওয়া হয়। আর তারা ততক্ষণ ইহধাম ত্যাগ করে না যতক্ষণ তার চেয়ে বহু গুণ বেশি না পায়, যা তারা খোদা তা'লার পথে বিসর্জন দিয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা নিজের ওপর কারো ঋণ রাখেন না। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো এসব বিষয়ের মান্যকারী আর এর প্রকৃত মর্ম অনুধাবনকারী মানুষ খুব কমই রয়েছে। "

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড,পৃষ্ঠা: ৩৯৮-৩৯৯)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের তৌফিক দিন আমরা যেন তাঁর কথাগুলো মেনে খোদা এবং তাঁর রসূল (সা.) এর প্রকৃত অনুসারী হই এবং আদেশ-নিষেধ মান্যকারী হই।

নামাযের পর আমি একজনের হাযের জানাযা পড়াব যা শ্রদ্ধেয়া আমাতুল মজিদ আহমদ সাহেবার জানাযা, যিনি যুক্তরাজ্যের নায়েব আমীর এবং কেন্দ্রীয় জায়েদাদ বিভাগের ইনচার্য চৌধুরী নাসের আহমদ সাহেবের স্ত্রী। গত ৯ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে তার ইন্তেকাল হয় । ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সাহাবী হযরত মৌলভী আব্দুল্লাহ্ সানৌরী সাহেবের প্রপৌত্রী ছিলেন। বিয়ের পর ১৯৭৮ সাল থেকে মসজিদ ফযলের কাছাকাছি বসবাস করছিলেন। রীতিমত নামায এবং রোযা পালনকারী,নিয়মিত চাঁদা আদায়কারী, অত্যন্ত সহানুভূতিশীল, মিশুক, অতিথিপরায়ণ, পুণ্যবতীএবং নিষ্ঠাবতী নারী ছিলেন। সবার সুখে দুঃখে অংশীদার হতেন। খিলাফতের সাথে সুগভীর সম্পর্ক ছিল। আর নিজ সন্তানদের সব সময় এই সম্পর্ককে বজায় রাখার নসীহত করতেন। রীতিমত নামায পড়ার নসীহত করতেন। সন্তান-সন্ততির উত্তম তরবীয়্যতের চেষ্টা করেছেন। একইসাথে পাড়ার শিশুদের কুরআন শিখানোরও সৌভাগ্য পেয়েছেন। যুক্তরাজ্যের লাজনার খিদমতে খালক এবং যিয়াফত বিভাগের দায়িত্ব ছাড়াও যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় আতিথেয়তা বিভাগের নাযেমা হিসেবে খিদমতের তৌফিক পেয়েছেন। শোক সন্তপ্ত পরিবারে তিনি তারস্বামী চৌধুরী নাসের আহমদ সাহেব এবং চার কন্যা রেখে গেছেন। যুক্তরাজ্যের লাজনার বর্তমান সদর এবং পূর্ববর্তী সদর সামায়েলা নাগী সাহেবা, উভয়ে লিখেছেন যে, সবার প্রতি গভীর ভালোবাসা পোষণকারী এক নারী ছিলেন তিনি। আর এই নিঃস্বার্থ ভালোবাসা তার সাথে সাক্ষাৎকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই অনুভব করতো। দীর্ঘকাল জলসায় আতিথেয়তার নাযেমার দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠা এবং পরিশ্রমের সাথে পালন করেছেন। এছাড়া সেক্রেটারী যিয়াফত হিসেবেও খিদমত করার তৌফিক পেয়েছেন আর বড় বিনয়ের সাথে এই কাজ করেছেন।

আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার পুণ্য তার কন্যাদের মাঝেও প্রবহমান রাখুন। আমি যেমনটি বলেছি নামাযের পর, যেহেতু হাযের জানাযা, আমি বাহিরে গিয়ে জানাযা পড়াব আর বন্ধুরা এখানেই সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবেন।

আপনারা যারা জলসার জন্য একত্রিত হয়েছেন, এই অঙ্গিকার করুন যে, যথাসময়ে নামায পড়বেন। মসজিদে এসে বা-জামাত নামায পড়ার চেষ্টা করুন।

নিজেদের মধ্যে পবিত্র পরির্তন সৃষ্টি করুন। আপনাদেরকে মিথ্যা, বিশ্বাসঘাতকতা এবং অহংকার থেকে বিরত থাকতে হবে এবং নিজেদের আধ্যাত্মিকতা এবং ইবাদতের উচ্চমান প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

খিলাফতের নিয়ামতকে মূল্য দিন এবং এর দিক নির্দেশনা অনুসারে নিজেদের জীবনকে পরিচালিত করার চেষ্টা করুন।

২০১৭ সালের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে জামাত আহমদীয়া মাল্টায় অনুষ্ঠিত ১ম জলসা সালানা উপলক্ষ্যে সৈয়দানা হযরত আমীরুল মুমেনিন (আই.)-এর বিশেষ বার্তা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

জামাত আহমদীয়া মাল্টার প্রিয় সদস্যবর্গ!

আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বরকাতুহু

আলহামদোলিল্লাহ, জামাত আহমদীয়া মাল্টা তাদের প্রথম বাৎসরিক জলসা আয়োজন করার সৌভাগ্য অর্জন করছে। আল্লাহ্ তা'লা জলসার সমস্ত ব্যবস্থাপনায় আশিস বর্ষণ করুন, এই জলসাকে সার্বিকভাবে আশিস ও কল্যাণের কারণ করে তুলুন আর আপনাদেরকেও এই আধ্যাত্মিক আশিস ও কল্যাণ থেকে লাভবান হওয়ার তৌফিক দান করুন। আমীন

আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত বান্দা হওয়ার জন্য তাঁর যথাযথ ইবাদত করা আবশ্যক আর নামায হল ইবাদতের সর্বোত্তম রূপ। আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম এবং মো'মেনদের আধ্যাত্মিক জীবন রক্ষার জন্য আবশ্যকীয় বিষয়। আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতই হল সেই শক্তি যার বলে আহমদীয়াত সমগ্র বিশ্বে ইসলামকে জয়যুক্ত করবে। এরই মাধ্যমে জামাত আহমদীয়ার গাড়ি এগিয়ে চলেছে।

আপনারা যারা জলসার জন্য একত্রিত হয়েছেন, এই অঙ্গিকার করুন যে, যথাসময়ে নামায পড়বেন। আমি পূর্বেও এদিকে কয়েকবার মনোযোগ আকর্ষণ করেছি যে, মসজিদে এসে বা-জামাত নামায পড়ার চেষ্টা করুন। যদি মসজিদ না থাকে তবে যেখানে কিছু সংখ্যক আহমদী রয়েছে সেখানে নামায সেন্টার তৈরী করে আহমদীরা এক সঙ্গে নামায পড়ুন। বাড়িতে নিজের স্ত্রী-সন্তানের সঙ্গে বা-জামাত নামাযের ব্যবস্থা করুন। নিজের বাড়িকে এমনভাবে সাজিয়ে তুলুন যাতে সেটি আল্লাহ্‌র ইবাদতে সুরভিত হয়ে উঠে। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে এর তৌফিক দান করুন।

দ্বিতীয় কথা হল, প্রত্যেক আহমদী যে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বয়আতের অন্তর্ভুক্ত সে নিজের ধর্মীয়, চারিত্রিক এবং জ্ঞানগত উন্নতির জন্য একটি অঙ্গিকার করে। আপনাদের উদ্দেশ্যে আমার এও বার্তা রইল যে, সর্বক্ষণ বয়াআতের শর্তাবলীকে দৃষ্টিপটে রাখুন। নিজেদের মধ্যে পবিত্র পরির্তন সৃষ্টি করুন। আপনাদেরকে মিথ্যা, বিশ্বাসঘাতকতা, অহংকার থেকে বিরত থাকতে হবে এবং নিজেদের আধ্যাত্মিকতা এবং ইবাদতের উচ্চমান প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

আল্লাহ্ তা'লার আপনাদের উপর বিরাট অনুগ্রহ যে, তিনি আপনাদেরকে খিলাফতের নিয়ামতে ভূষিত করেছেন যার মাধ্যমে সর্বক্ষণ বয়আতের অঙ্গিকারের বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়ে থাকে। এই নিয়ামতকে মূল্য দিন এবং এর দিক নির্দেশনা অনুসারে নিজেদের জীবনকে পরিচালিত করার চেষ্টা করুন। আল্লাহ্ তা'লাকে সব সময় ভয় করুন এবং বিনয় অবলম্বন করুন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলকে আহমদীয়া খিলাফতের পূর্ণ আনুগত্যকারী করে তুলুন। আনুগত্যের সুউচ্চ মান প্রতিষ্ঠিত করার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সহায় হন এবং অশেষ কৃপার অধিকারী করুন। আমীন

ওয়াসসালাম

খাকসার

মির্যা মাসরূর আহমদ,

খলীফাতুল মসীহ আল খামিস

(সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৮ই জানুয়ারী, ২০১৮)

ইসলাম ধর্মের সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের কোন স্থান নেই।

নিষ্ঠুর আচরণ ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য। শান্তি কেবল তখনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে যখন শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সবার ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ ন্যায় বিচারের আদর্শ পালন করা হয়।' - বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের যুগ খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) -এর উদ্ধৃতি প্রদান করা হয় আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের ৯৪তম বার্ষিক ধর্মীয়ও সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে।

শনিবারের জলসার আয়োজনের শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন প্রফেসর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, প্রফেসর মেসবাউল ইসলাম, সভাপতি হক্কানী মিশন, বাংলাদেশ, প্রবীণ সাংবাদিক ও কলামিস্ট শাহরিয়ার কবির, সাংবাদিক জুলফিকার আলি মানিক, হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য কাজল দেবনাথ এবং বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সহসভাপতি ভেন করুনানন্দ থেরো। তারা বলেন, এদেশে সকলের স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করার অধিকার রয়েছে। এদেশে জঙ্গিবাদের কোন স্থান নেই। বাংলাদেশ আর পিছনে থাকবে না, সামনে এগিয়ে যাবে।

বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় যুগ খলীফার ভূমিকার বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করতে গিয়ে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বক্তাগণ মুসলিম উগ্রবাদের উত্থান প্রসঙ্গে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান খলীফার উদ্ধৃতি তুলে ধরে বলেন, মুসলমানদের কতিপয় গোষ্ঠী অবৈধ উপায় ও আত্মঘাতী বোমা ব্যবহার করে, ধর্মের নামে সামরিক ও বেসামরিক অমুসলিমদের হত্যা ও ক্ষয়-ক্ষতি সাধনের পাশাপাশি নিরীহ মুসলমান ও শিশুদের পর্যন্ত নৃশংসভাবে হত্যা করছে। এ ধরণে নিষ্ঠুর আচরণ ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য। শান্তি কেবল তখনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে যখন শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সবার ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ ন্যায় বিচারের আদর্শ পালন করা হয়। আল্লাহ্ যেন বিশ্ব নেতৃবন্দ এবং নীতিনির্ধারকদের সুমতি প্রদান করেন, যাতে করে আমরা আমাদের শিশু ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটা শান্তি ও সমৃদ্ধশালী বিশ্ব রেখে যেতে পারি।

ঢাকার বকশীবাজারে আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় মসজিদে তিনদিন ব্যাপী ধর্মীয় সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এবারের আয়োজনে সারা দেশ থেকে অংশগ্রহণ করেন ৬ হাজারের বেশি সদস্য। এছাড়াও নরওয়ে, ইংল্যান্ড, কানাডা, আমেরিকা, বাহরাইন, ভারত ও পাকিস্তানসহ আরো কয়েকটি দেশের প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন বার্ষিক জলসায়।

(সৌজন্যে: মানবকণ্ঠ পত্রিকা, বাংলাদেশ)

اِجْتَنِبُوا الْغَضَبَ

(ক্রোধ থেকে বিরত থাক)

কেননা, ক্রোধ সাধারণত, গাল-মন্দ, বিশৃঙ্খলার কারণ হয় এমনকি এর কারণে হত্যা পর্যন্ত ঘটে।

বারোর পাতার পর.....

নিয়মানুবর্তিতা আমাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যেও এই চেতনার উন্মেষ ঘটাবে যে, তাদেরকেও নামাযের প্রতি নিয়মনিষ্ঠ হতে হবে। এটিকে এমনভাবে রক্ষা করতে হবে যেভাবে আমাদের মাতাপিতা করেন। এই বিষয়টি যখন সন্তানদের মনে গেঁথে যাবে যে, আমাদেরকে নিয়মিত নামায পড়তে হবে তখন পিতামাতাও এই বিষয়ে চিন্তামুক্ত থাকবে যে, পাশ্চাত্যের এই পরিবেশে যেখানে হাজার হাজার ধরণের প্রকাশ্য নোংরামি এবং অপকর্ম রয়েছে, আর সব সময় পিতামাতার দুশ্চিন্তা থাকে যে, তাদের সন্তান যেন সেই নোংরামিতে লিপ্ত না হয়। দোয়ার জন্য পত্র লেখে। তারা হয়তো আর নিজেরাও চেষ্টা করে আর দোয়াও করে। যদি নিজেদের সন্তানকে সেই নোংরামি ও অপকর্মে লিপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করতে হয় তবে সব থেকে বড় চেষ্টাই হল নামাযের বিষয়ে তাদেরকে নিয়মানুবর্তি করে তোলা। যেরূপ আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদে বলেন- 'ইন্নাসসালাতা তানহা আনিল ফাহশায়ে ওয়াল মুনকার।' অর্থাৎ নিশ্চয় নামায অশ্লীলতা এবং গর্হিত বিষয় থেকে বিরত রাখে। (সূরা আনকাবুত, আয়াত: ৪৬) অর্থাৎ নামায রক্ষা করার কারণে আল্লাহ্ তা'লাও সেই নামাযের মাধ্যমে নিশ্চয়তা প্রদান করছেন যে, শুদ্ধ অন্তঃকরনে আমার দিকে আগমণকারীর জন্য আমারও দায়িত্ব বর্তায় যে, আমিও যেন ইহজাগতিক পঙ্কিলতা এবং অপবিত্রতা থেকে রক্ষা করি এবং তাদেরকে পুণ্য ও খোদাভীতির উপর প্রতিষ্ঠিত রাখি আর তাদেরকে এমন মানুষদের অন্তর্ভুক্ত করি যারা তাকওয়া বা খোদাভীতির উপর প্রতিষ্ঠিত আর যারা আমার পবিত্র বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। আর তাদেরকে এমন মানুষদের অন্তর্ভুক্ত করাও আমার দায়িত্ব যারা আমার পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েছে। অতএব এটি সব থেকে মৌলিক বিষয় যার প্রশিক্ষন এবং যা করে ফেলার সংকল্প এই জলসার দিনগুলিতে আপনাদেরকে নিতে হবে। যারা নামাযের বিষয়ে দুর্বল তাদেরকে এই দিনগুলিতে যথাযথভাবে নামায পড়ার মাধ্যমে এবিষয়ে নিয়মিত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

এরপর সিরিয়া থেকে আগত এক সম্মানীয় অতিথি মাননীয় আব্দুল ফরজ আল হাসনী সাহেব পরিচিতিমূলক বক্তব্য দান করেন। তিনি সিরিয়ার একজন পুরনো আহমদী। তিনি আরবী ভাষায় নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন যার উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করেন আতাউল মুজীব লোন সাহেব, নায়েব নাযের নশর ও ইশা'ত। আল হাসনী সাহেব বলেন: আমি সিরিয়া থেকে পুরো বিশ্বের জন্য এই সাক্ষ্য নিয়ে এসেছি যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল সত্য বলেছিলেন।- ওয়া আখেরীনা লাম্মা ইয়ালহাকু বেহিম। ওয়া হুয়াল আযীযুল হাকীম। ' অর্থাৎ আখেরীন বা পশ্চাদবর্তীদের একটি জামাত হবে যারা যুগের মসীহর উপর ঈমান আনয়ন এবং পুণ্যকর্মের মাধ্যমে নবী করীম (সা.)-এর সাহাবাগণের সঙ্গে মিলিত হবে। আর নবী করীম (সা.) আমাদেরকে এই সংবাদ দিয়েছিলেন যে, এই যুগের মসীহ দামাস্কের পূর্বদিকে একটি শুভ্র মিনারার নিকট অবতীর্ণ হবেন। অতএব দামাস্কের পূর্বদিকে একাধিক মিনার নবী করীম (সা.)-এর এই হাদীসের সত্যতা প্রমাণ করে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর প্রতিশ্রুত সন্তান সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) -এর দামাস্কে অবতরণ প্রথম মিনার ছিল। এরপর তাঁর নির্দেশে মৌলানা জালালুদ্দীন শামস সাহেব মুবাল্লিগ হিসেবে সেখানে আসেন। তিনিও একটি মিনার ছিলেন যার মাধ্যমে সিরিয়ায় অনেক মানুষ সত্যের দিশা পেয়েছে আর তারা আহমদীয়াত গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছে। এই আহমদীয়াত গ্রহণকারীদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তিও ছিলেন যিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর তবলীগ এবং জামাতের সদস্যদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত রাখতে এবং জামাতের ভিত্তি সুদৃঢ় রাখতে অসাধারণ সেবা করেছিলেন। সেই ব্যক্তি হলেন মুনীর আল হুসনী সাহেব। আজ আমরা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বসতি কাদিয়ান দারুল আমান থেকে অথবা বলা উচিত যে, কাদিয়ানে অবস্থিত শুভ্র মিনার থেকে স্বজাতি ও নিকটজনেদের, বরং সমগ্র বিশ্বকে সম্বোধন করে বলছি- জা আল মসীহ জা আল মসীহ আর সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ওহী ছিল আর তাঁর সত্যতার স্পষ্ট দলিল। 'ইউসাল্লুনা আলাইকা সুলাহাউল আরাবে ওয়া আবদালুশ শামস'। অর্থাৎ আরবের পুণ্যবান এবং সিরিয়ার আবদাল তোমার উপর দরুদ প্রেরণ করে। আমি দোয়া করি আরব জাতি যেন নবী করীম (সা.)-এর দ্বিতীয় আবির্ভাবের যুগে তাঁর একনিষ্ঠ প্রাণদাস সৈয়্যদানা হযরত আহমদ (আ.)-এর সাহায্যকারী হয়। আমি এই নিবেদন টুকু এই ওসিয়্যতের সঙ্গে শেষ করতে চাইব যা দামাস্কের আহমদী ভাইয়েরা আমাকে আসার সময় করেছিল আর সেটি হল আমি যেন এই আশিসময় সভায় দোয়ার আবেদন করি। (ক্রমশঃ.....)

****

রিপোর্ট:শান্তি সম্মেলন, ২০১৮ সাল

বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

২৮-০১-১৮ মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে নুরুল ইসলাম বিভাগের অধীনে একটি শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি মহাশয় বিশেষ অতিথি এবং অন্যান্য সম্মানীয় অতিথিদেরকে উত্তরীয় দিয়ে সম্মান জানানো হয়। এরপর মুর্শিদাবাদ জেলার আমীর মাননীয় গোলাম মুস্তাফা সাহেবের সভাপতিত্বে কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। তিলওযাত করেন মাননীয় ক্বারী শাফাতুল্লাহ্ সাহেব। এরপর খাকসার (আবু তাহের মণ্ডল, জেলা মুবাল্লিগ ইনচার্জ) পরিচিতিমূলক বক্তব্যে এই শান্তি সম্মেলনের উদ্দেশ্য তুলে ধরেন। এরপর একের পর এক বক্তাগণ বক্তব্য উপস্থাপন করেন যার মূল বিষয় বস্তু ছিল শান্তি। শ্রী সন্তোষ সিং চাওলা সাহেব শিখ ধর্ম, শ্রী প্রতিপ্তানন্দ জি মহারাজ ভারত সেবাশ্রম সংঘ এবং শ্রী ত্রিনেত্রানন্দ জি মহারাজ রামকৃষ্ণ মিশন ও হিন্দু ধর্ম এবং মি. রাজা দাস খৃষ্টধর্মের প্রতিনিধিত্ব করেন। জামাত আহমদীয়ার পক্ষ থেকে মাননীয় মহম্মদ সাইফুদ্দিন সাহেব, মুবাল্লিগ ইনচার্জ বাঁকুড়া জেলা, এবং মাননীয় আতাউর রহমান সাহেব নায়েব আমীর মুর্শিদাবাদ জেলা শান্তির বিষয়ে বক্তব্য জামাতের অবস্থান তুলে ধরেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত শ্রী সন্ত কর সাহেব প্রাক্তন প্রিন্সিপাল বেলডাঙ্গা কলেজ নিজের বক্তব্যে জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা এবং খলীফাতুল মসীহ্র বিশ্বব্যাপি শান্তি প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন। জেলা সাংবাদিক এসোসিয়েশন সভাপতি শ্রী অপূর্ব কুমার সেন সাহেব জামাতের ভূয়সী প্রশংসা করে অন্যান্য মুসলমানদেকেও এই জামাতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠান চলাকালীন প্রেজেক্টারের মাধ্যমে জামাতীয় তথ্যচিত্র দেখানো হয়। স্থানীয় পত্রিকার প্রতিনিধিরা ছাড়াও টিভি চ্যানেলের প্রতিনিধিরাও সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তারা জামাতের প্রতিনিধি ছাড়াও সাধারণ মানুষেরও অভিমত গ্রহণ করেন এবং ছয়টি টিভি চ্যানেলে সংবাদ আকারে জামাতী অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে। TV 24 Bangla, ও অন্যান্য চ্যানেলের মাধ্যমে প্রায় ৩৫ লক্ষ মানুষের কাছে সংবাদ পৌঁছেছে। স্থানীয় পত্রিকার মধ্যে একটি দৈনিক বাংলা পত্রিকা বহ্নিশিখায় সংবাদ প্রকাশিত হয়। এছাড়াও ছয়টি সাপ্তাহিক পত্রিকা সংবাদ প্রকাশের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। অনুষ্ঠানের সময় জামাতীয় বুক স্টল থেকে পুস্তক-পুস্তিকাও বিক্রি হয়েছে আর বিভিন্ন লিফলেট বিতরিত হয়েছে। এই সম্মেলনে প্রায় ৪০০ ব্যক্তি অংশ গ্রহণ করেছিলেন আর সকলের জন্য দুপুরে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এবছর প্রত্যাশার তুলনায় অনেক বেশি হিন্দু ভাইয়েরা এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। উপস্থিতবর্গের মধ্যে ছিলেন স্কুল শিক্ষক, সাংবাদিক, উকিল এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা ও প্রতিনিধিবর্গ ও প্রমূখ। সকাল সাড়ে এগারোটায় অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়ে বিকেল পৌনে চারটায় সমাপ্ত হয়। আল্লাহ্ তা'লা সম্মেলনে অংশ গ্রহণকারীদেরকে উত্তম প্রতিদানে ভুষিত করুন।

সংবাদদাতা: আবু তাহের মণ্ডল, মুবাল্লিগ ইনচার্জ, মুর্শিদাবাদ জেলা।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

খাকসারের কনিষ্ঠা কন্যা স্নেহের নিহা নওয়াব ঢাকা ইউনিভার্সিটির একটি কলেজ থেকে এম.বি.বি.এস -এ পাঠরত। আল্লাহ্ তা'লার করুণা ও সৈয়্যাদানা হযরত আমীরুল মু'মেনীন (আই.)-এর দোয়ার কল্যাণে সে তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষায় ৭৬ শতাংশ নম্বর নিয়ে বিশেষ সফলতা অর্জন করেছে। তার এটি এম.বি.বি.এস-এর শেষ বর্ষ। বিশেষ সফলতা অর্জন, উজ্জ্বল ভবিষ্যত এবং জামাতের জন্য কল্যাণকর সত্তা হওয়ার জন্য জামাতের সদস্যদের কাছে কাতর দোয়ার আবেদন জানাই।

(ক্বারী নওয়াব আহমদ, ম্যানেজার, সাপ্তাহিক বদর, কাদিয়ান)

ইমামের বাণী

"সুতরাং একটি প্রচন্ড ভূমিকম্প হওয়া আবশ্যক; কিন্তু সদাচারী (পুণ্যবান) সাধুগণ এথেকে নিরাপদ থাকবেন। অতএব, সাধু হও এবং তাকওয়া অবলম্বন কর যেন রক্ষা পাও।

(আল ওসীয়্যত, রূহানী খাযায়েন, ২০ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩০৬)

দোয়াপ্রার্থী: আবুল হাসানাত, নারগিস সুলতানা, মুশতাক আহমদ,ইমতিয়ায আহমদ, জামাত আহমদীয়া ব্যাঙ্গালোর (কর্ণাটক)

২০১৭ সালের যুক্তরাজ্যের জলসা সালানায় সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর কর্মব্যস্ততার বিবরণ

প্রকৃত জিহাদ হল নিজের কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধের সংগ্রাম করা।
নিজেকে এমন পবিত্র করে তোল যেন তা খোদা ও তাঁর বান্দার অধিকার প্রদানকারী হয়।

জলসায় অংশগ্রহণকারী অতিথিদের ঈমান উদ্দীপক প্রতিক্রিয়া দান

ছোট ছোট ছেলেরাও সেবায় নিয়োজিত ছিল। এই দৃশ্য হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে। আমার মতে জামাতের সত্যতা প্রকাশের জন্য এই দৃশ্যটিই যথেষ্ট।

(সিরালিওনের এক সাংসদ)

আমার জন্য বিস্ময়কর ছিল সেটি হল জলসা সালানার উচ্চমানের প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাপনা।

(রাশিয়ান সাংবাদিক)

যার মধ্যে জামাত আহমদীয়ার ইতিহাস ভিত্তিক প্রদর্শনী এবং হিউম্যানিটি ফার্স্ট-এর প্রদর্শনী আমার খুব ভাল লেগেছে।
আমার মনে হয় জলসার অন্যান্য সকল অতিথিদের তুলনায় আমাকে বেশি সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছিল।

(রাশিয়ান সাংবাদিক)

আমি আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে সিরালেওনে আহমদীয়া মুসলিম মিশনকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে সাহায্যের নিশ্চয়তা দিচ্ছি। আমি আপনাদের জলসার সফলতা কামনা করি। **(সিরালিওনের রাষ্ট্রপতির বার্তা)**

আহমদীয়াত সমস্ত দেশ ও জাতির মানুষকে একত্রিত করে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, জামাত যাবতীয় প্রকারের জাতি বৈষম্য থেকে পবিত্র। **(সিরালিওনের এক কাস্টম অফিসার)**

খলীফা চাইলে লন্ডনের সব থেকে বিলাসবহুল এলাকায় যাবতীয় সুযোগ সুবিধা সহকারে বসবাস করতে পারেন; কিন্তু তিনি একটি সাধারণ এলাকায় এক সাধারণ মানের অট্টালিকায় বসবাস করেন। **(সিরালিওনের এক সাংসদ)**

রিপোট: আব্দুল মাজেদ তাহের, এডিশিনাল ওকীলুত তাবশীর, লন্ডন
অনুবাদক: মির্যা সফিউল আলাম

১লা আগস্ট, ২০১৭-

(অবশিষ্ট রিপোর্ট)

হুযুর বলেন: সমাপনী ভাষণেও আমি এবিষয়ে বলেছি। সন্ত্রাসী ও উগ্রবাদীরা ইসলামের নামে যা কিছু করছে তার সঙ্গে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। এরা ইসলামকে দুর্নাম করছে।

হুযুর বলেন: প্রকৃত জিহাদ হল নিজের কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। নিজেকে এমন পবিত্র করে তোল যেন তা খোদা ও তাঁর বান্দার অধিকার প্রদানকারী হয়।

মুসলমান দেশগুলির অধিকাংশ এই সমস্ত এই অত্যাচার ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। তারা বলছে যে, এটি জিহাদ নয়। হুযুর বলেন: আমার ভাষণগুলি পড়ুন। আমি সেগুলিতে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, আপনার মতে ভবিষ্যতে সন্ত্রাস হ্রাস পাবে না কি বৃদ্ধি পাবে? এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: কোন মুসলমান দেশ অস্ত্র তৈরী করে না। এদেরকে অস্ত্র কে দেয়? উভয় পক্ষকে এই পাশ্চাত্যের দেশগুলি অস্ত্র বিক্রি করে। এখন এরা বুঝতে পেরেছে যে, এখন অস্ত্র দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হবে। এখন কট্টরবাদীরা নিজেদের সংশোধন করছে আর তারা ফিরে আসছে। ২০০৮ সালের আর্থিক সংকটের কারণে কট্টরবাদ বৃদ্ধি পেয়েছিল আর দায়েশরা অর্থ দিয়ে যুবকদের ভর্তি করেছিল।

সাংবাদিক নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: এবছর এই প্রথম আমি জামাত আহমদীয়ার লন্ডনে অনুষ্ঠিত জলসায় অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছি। প্রথম যে বিষয়টি আমাকে অত্যন্ত প্রভাবিত করেছে সেটি হল জলসা সালানার ব্যাপকতা। যে কোন ব্যক্তিকে এই সত্য হতভম্ব করে তুলবে যে, বিশেষ করে এই উদ্দেশ্যেই লন্ডনের পাশে বিভিন্ন আকারের তাঁবু দিয়ে একটি পুরো শহর গড়ে তোলা হয়। এর পাশাপাশি জলসার উপস্থিতির সংখ্যাও মানুষকে হতবাক করে দেয়, যা প্রায় ৩০ হাজার ছিল।

এছাড়াও আমি বলতে চাই যে, জলসা সালানার পরিবেশ এক বহিরাগতের মনেও আনন্দের অনুভুতি জাগায়। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া, জলসা প্রাঙ্গণের রাস্তার খারাপ অবস্থা আর এত বড় জনসংখ্যা সত্ত্বেও আশ্চর্যজনক ও প্রশংসনীয় বিষয় হল জলসার সমস্ত অংশগ্রহণকারীরা অসাধারণভাবে ভালবাসা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে পরস্পরের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করেছে। এত কিছু বাধা বিপত্তি ও প্রতিকুল অবস্থা সত্ত্বেও জলসার পরিচালনা ব্যবস্থার দিকে সব দিক থেকে দৃষ্টি দেওয়া হয়। এটি একটি বিশ্বাস্য বিষয়। আমি কখনো মুসলমানদের এতবড় সমাবেশ ও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের এমনভাবে নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলতে দেখি নি। একটি বিষয় যার প্রত্যাশা ছিল না আর আমার জন্য বিস্ময়কর ছিল সেটি হল জলসা সালানার উচ্চমানের প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাপনা। সমস্ত বিদেশি অতিথিদেরকে অনুবাদ শোনার জন্য ইয়ার ফোন দেওয়া হয়েছিল যেগুলি থেকে স্পষ্ট শব্দ শোনা যাচ্ছিল। জলসার যাবতীয় অনুষ্ঠান একটি বৃহৎ পর্দাতেও দেখা যাচ্ছিল আর শব্দও পরিস্কার ছিল। এই সমস্ত কিছু প্রমাণ করে যে, জলসা সালানার ব্যবস্থাপকগণ অতি উচ্চমানের প্রযুক্তিগত যোগ্যতার অধিকারী।

সাধারণত জলসা সালানা এক উচ্চ মানের ব্যবস্থাপনা আর প্রেম ও সম্প্রীতিপূর্ণ পরিবেশে একটি সমাবেশের এক অত্যোজ্জ্বল চিত্র উপস্থাপন করে। জলসা সালানার দিনগুলিতে এখানে বিভিন্ন ধরণের আয়োজিত প্রদর্শনীও আমাকে দেখানো হয়েছে যার মধ্যে প্রধান ছিল চিত্র-প্রদর্শনী। যার মধ্যে জামাত আহমদীয়ার ইতিহাস ভিত্তিক প্রদর্শনী এবং হিউম্যানিটি ফার্স্ট-এর প্রদর্শনী আমার খুব ভাল লেগেছে। আর বিশেষ করে হিউম্যানিটি ফার্স্টের শিক্ষা বিষয়ক অনুষ্ঠানটি দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। হিউম্যানিটি ফার্স্টের মাধ্যমে জামাত যে উন্নতি ও সমৃদ্ধির কাজ করছে তা আমাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে।

জলসার অন্যান্য উপস্থিতবর্গের মত আমিও সমস্ত বক্তব্য শোনার পুরো চেষ্টা করেছি। আর আমি চেষ্টা করেছি যে কোন বক্তব্য যেন বাদ না যায়।

এটি বড়ই অন্যায় হবে যদি আমি এখানে জলসার খাদ্য এবং এর উচ্চ মান সম্পর্কে উল্লেখ না করি। আমার মনে হয় জলসার অন্যান্য সকল অতিথিদের তুলনায় আমাকে বেশি সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। হোটেলে যেখানে আমার থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, সেখানে আমাকে প্রাতঃরাশ দেওয়া হত। এরপর জলসার তাঁবুতে যেখানে বিদেশি অতিথিদের জন্য ব্যবস্থা ছিল, সেখানে আমি খেতাম। সমস্ত খাবারের মধ্যে বিরয়ানি আমার সব থেকে পছন্দের ছিল যা আহমদীরা প্রায় তৈরী করে।

আমি আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যে, আপনারা আমাকে এই জলসায় অংশ গ্রহণ করার সুযোগ দিয়েছেন। আমি আপনাদের জন্য দোয়া করব যে, আপনারা এই ভীষণ কঠিন অথচ কল্যাণকর কাজে সফলতা অর্জন করুন যা আপনারা

সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রসারের জন্য করছেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের পর সাংবাদিক বলেন: জামাত আহমদীয়ার ইমাম যে পদে আছেন আমি কখনো কোন মুসলমান নেতাকে সেখানে থেকে ইসলামী শিক্ষাকে এমন স্পষ্ট ও অকপটভাবে বর্ণনা করতে শুনিনি। ইমাম জামাত আহমদীয়ার প্রকৃতি অত্যন্ত স্নিগ্ধ এবং হাসিমুখে সম্বোধন করেন যা সাধারণত ধর্মীয় নেতাদের সম্পর্কে মাথায় আসে না। তিনি সামনে বসে থাকা ব্যক্তিকে সহজবোধ্য ভাষায় ধীর-স্থির ভঙ্গিতে কথা বোঝান।

রাশিয়ান প্রতিনিধি দলের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর এই সাক্ষাতপর্বটি ১২টা ৪৫ মিনিটে সমাপ্ত হয়।

সিরালিওন প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাত

এবছর ৩৪ জন সদস্য জলসায় এসেছিলেন যাদের মধ্যে ছিলেন সাতজন জাতীয় সংসদের সদস্য, ১১জন প্যারামাউন্ট চিফস, শাসকদলের চেয়ারম্যান, রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা, হাইকোর্টের বিচারপতি, পাঁচজন সাংবাদিক, সেক্রেটারী এবং শিক্ষা দপ্তরের কয়েকজন অধিকারী।

রাষ্ট্রতি ৮জন প্যারামাউন্ট চিফসকে নিজের খরচে এখানে পাঠান আর সিরালেওন থেকে লন্ডন রওনা হওয়ার পূর্বে জাতীয় টিভি চ্যানেলে একটি বিবৃতি দান করেন এবং জামাতকে সংবর্ধনা ও জলসার জন্য শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

প্রতিনিধি দলের সদস্যরা একে একে হুযুর আনোয়ার (আই.) -এর সামনে নিজেদের পরিচয় জ্ঞাপন করেন। সমস্ত অতিথি জলসা প্রসঙ্গে বলেন যে, যেভাবে আমরা জলসায় বিভিন্ন জাতির মানুষকে একাত্ম হতে দেখেছি তার নজির অন্যত্র পাওয়া যায় না।

এরপর জাস্টিস হাজা মুসা ডাম্বা কুমারা সাহেবা যুক্তরাজ্যের জলসা সালানা উপলক্ষে রাষ্ট্রপতির বার্তা পাঠ করে শোনান।

সিরালিওনের রাষ্ট্রপতির বার্তা

মহামহিম মির্যা মাসরূর আহমদ, ইমাম বিশ্ব মুসলিম জামাত আহমদীয়া! আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু। আমি হুযুর আনোয়ার এবং বিশ্বব্যাপি জামাত আহমদীয়ার সদস্যবর্গকে যুক্তরাজ্যের ৫১তম জলসা সালানার সফল আয়োজনের জন্য সাধুবাদ জানাই। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের অনুষ্ঠানে অশেষ আশিস প্রদান করুন।

হুযুর! আমি আপনি এবং আপনার জামাতকে বলতে চাই যে, আমার সরকার এবং সিরালিওনের সাধারণ মানুষ আহমদীয়া মুসলিম মিশন সিরালিওনের শিক্ষা, চিকিৎসা এবং সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সেবাকে সমীহের দৃষ্টিতে দেখে। আপনারা সিরালিওনের বিভিন্ন অঞ্চলে সৌর বিদ্যুত আলোর ব্যবস্থা করছেন। অনুরূপভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আপনাদের পদক্ষেপ প্রশংসনীয়।

আহমদীয়া মিশন শান্তিতে বিশ্বাসী আর এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কাজ করছে আর তারা নিজেদের কর্মের দ্বারা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, এরা শান্তিপ্রিয় মুসলমান এবং আমাদের দেশে সমস্ত মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য ও সংহতির জন্য কাজ করছে।

আমি আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে সিরালেওনে আহমদীয়া মুসলিম মিশনকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে সাহায্যের নিশ্চয়তা দিচ্ছি। আমি আপনাদের জলসার সফলতা কামনা করি।

আল্লাহ্ তা'লা দেশে এবং সমগ্র বিশ্বে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রচেষ্টায় বরকত দান করুন।

Dr. Earest Bai Koroma
President of the Republic of Sierra Leone.

একজন অতিথি সাংবাদিক আল হাজী আলফা বাঁকোরা সাহেব জলসা সম্পর্কে নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন: হযরত আমীরুল মোমেনীনকে আমি প্রথম বার দেখেছি। এটি এক বিচিত্র অনুভুতি ছিল। আমি নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রন করতে পারি নি। জলসার নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং বৈভবের নমুনা অতুলনীয় ছিল। এছাড়াও জামেয়ার পরিবেশও ছিল অসাধারণ। সেখানে যাওয়ার পর কোন হোটেলে যেতে ইচ্ছে করে না। এখন আমার আক্ষেপ হচ্ছে যে, এই জলসায় পূর্বে কেন অংশগ্রহণ করিনি।

আল হাসান বি কামারা সাহেব সিরালিওনের একজন কাস্টাম অফিসার। তিনি প্রথম বার জলসায় অংশ গ্রহণ করছেন। তিনি বলেন: চাকুরি এবং পরিবার ছেড়ে আসা আমার জন্য অত্যন্ত কঠিন বলে মনে হচ্ছিল;কিন্তু এখানে এসে মনে হল যে, আমার আসার সিদ্ধান্ত একেবারে সঠিক ছিল। এখানে এসে আমি ইসলামের প্রকৃত চিত্র দেখার সুযোগ পেলাম। ইসলামের প্রকৃত রূপ দেখা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যক। জামাতে আহমদীয়ার ইমামকে মানুষের সঙ্গে সাক্ষাত করতে দেখে কেবল একটি কথাই স্মরণে আসে যে, এই ব্যক্তি 'ভালবাসা সকলের তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে'র প্রকৃত চিত্র।

সিরালিওনের প্যারামাউন্ট চিফ সাফা ফামুঙ্গা টামু বলেন: আহমদীয়াত সমস্ত দেশ ও জাতির মানুষকে একত্রিত করে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, জামাত যাবতীয় প্রকারের জাতি বৈষম্য থেকে পবিত্র। আমি প্রথম বার খলীফাতুল মসীহকে দেখে বুঝে যাই যে, এই ব্যক্তি শান্তির চ্যাম্পিয়ন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টারত। আমি এই জলসায় বার বার অংশগ্রহণ করতে চাইব।

আরেক প্যারামাউন্ট চিফ ওয়ার ওয়ারাইগা কাডলা সাহেব নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: প্রথম বার জলসায় অংশ গ্রহণ করছি। পূর্বেও আমি জলসায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রিত হয়েছি; কিন্তু সময়ের অভাবে অংশগ্রহণ করতে পারি নি। কিন্তু এখানে জলসার পরিবেশ দেখে আমি প্রবলভাবে অনুভব করি যে, পূর্বেই আমাকে এই জলসায় অংশগ্রহণ করা উচিত ছিল। জলসার পরিবেশে নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং উন্নত আচরণ সবথেকে স্পষ্টরূপে ফুটে উঠে। প্রত্যেকে জাতি নির্বিশেষে পরস্পরকে সালাম করছে। খলীফাকে দেখে মনে হয় যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে বিশেষ যোগ্যতা দান করেছেন। ঘন্টার পর ঘন্টা বক্তব্য প্রদান করা সত্বেও তাঁর হাসিমুখ দেখে আশ্চর্য হতে হয়।

সিরালেওনের এক অতিথি আব্দুল কাবা কার গুবে সাহেব নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: জলসার ব্যবস্থাপনা দেখে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছি। আমি যদি এখানে না আসতাম আর আমাকে কেউ বলত যে, এভাবে ৩৭ হাজার মানুষ এক স্থানে তিন দিনের জন্য একত্রিত হয়েছে আর সেখানে কোন অব্যবস্থা বা অপ্রিয় ঘটনা ঘটেনি-তবে আমি সেই কথা হয়তো বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু সব কিছু নিজের চোখে দেখে খুবই আশ্চর্য হয়েছি যে, আমি কাউকে কোন অভিযোগ করতে দেখি নি। প্রত্যেকে অত্যন্ত বিনয়ে সাথে সেবাদান করে যাচ্ছিল। হযরত খলীফাতুল মসীহ এক অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী। আর এত সম্মানীয় পদের অধিকারী হওয়া সত্বেও তাঁকে অত্যন্ত বিনয়ী পেয়েছি। আমার সিরালিওন ফেরার টিকিট ছিল; কিন্তু যখন জানতে পারলাম যে, খলীফাতুল মসীহর সঙ্গে সাক্ষাত হতে পারে তখন আমি টিকিট পরের ফ্লাইটে বুক করিয়ে নিই, কেননা এমন জীবনদায়ক সুযোগ আমি নষ্ট করতে চাইছিলাম না।

সিরালিওনের এক সাংসদ বলেন: জলসায় প্রথম বার অংশ গ্রহণ করছি। আমি পূর্বে মনে করতাম যে, আহমদীয়াত 'কুফর'-এর অপর নাম। আর এরা মানুষের মগজ ধোলাই করে। কিন্তু এই জলসায় অংশ গ্রহণ করার পর আহমদীয়াত সম্পর্কে আমার ধ্যান ধারণা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। খলীফাতুল মসীহ্‌র ব্যক্তিত্বের মধ্যে থাকা বিনয় অসাধারণ বিষয়। মানুষ তাঁকে যত ভালবাসা এবং সম্মান দেয়, খলীফা চাইলে লন্ডনের সব থেকে বিলাসবহুল এলাকায় যাবতীয় সুযোগ সুবিধা সহকারে বসবাস করতে পারেন; কিন্তু তিনি একটি সাধারণ এলাকায় এক সাধারণ মানের অট্টালিকায় বসবাস করেন। খলীফাতুল মসীহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাত করে আমার মধ্যে এই বিশ্বাস জন্মেছে যে, তিনি সমস্ত কাজ করতে পারেন।

আলি কালোকো নামে আরেক সাংসদ নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: আহমদীয়াতই ইসলামের স্বরূপ। আহমদী মুসলমানরা শান্তির বিকাশের জন্য যে চেষ্টা করছে তা প্রশংসনীয়। আজকাল চতুর্দিকে ইসলামের নাম সন্ত্রাসের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়; কিন্তু আহমদীরা এই প্রভাবটিকে ভুল প্রমাণিত করছে। জলসার ব্যবস্থাপনা অতি উৎকৃষ্ট মানের ছিল। ছোট ছোট ছেলেরাও সেবায় নিয়োজিত ছিল। এই দৃশ্য হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে। আমার মতে জামাতের সত্যতা প্রকাশের জন্য এই দৃশ্যটিই যথেষ্ট।

সিরালিওনের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে এই সাক্ষাতপর্বটি সওয়া একটা নাগাদ সমাপ্ত হয়।

মাডাগাসকার -এর প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাত

মাডাগাসকার থেকে প্রাক্তন জাতীয় পুলিশ মন্ত্রী এসেছিলেন। তিনি ২০১৪ সাল থেকে জামাতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ এবং অনেক কাজে জামাতের সহায়তা করেছেন। তিনি বলেন: এখানে এসে খুবই আনন্দিত। দেশে জামাতের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছি। আমি পুলিশ মন্ত্রী হিসেবে জামাতের কর্মতৎরতা লক্ষ্য করেছি। জামাত আহমদীয়া অন্যান্য মুসলমানদের থেকে ভিন্ন একটি সম্প্রদায় আর এটি শান্তি প্রিয়। জামাত কোন বিশৃঙ্খলা বা সমস্যা তৈরী করে না। ভালবাসা ও সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষা দেয়। অপরের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টির চেষ্টা করে। আমাদের দেশে জামাত বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেবামূলক কাজ করছে। হিউম্যানিটি ফার্স্টের অধীনে চোখের অপারেশনও করা হয়েছে।

হুযুর বলেন: সাহায্য করা এবং মানবাতা সেবা করা আমাদের কর্তব্য। বিভিন্ন সময় জামাতের সাহায্য করার জন্য এবং কাজের সুযোগ তৈরী করে দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

(ক্রমশঃ.....)

বলেন: আমি পূর্বেও জলসায় এসেছি। কাদিয়ান একটি পবিত্র স্থান। এখানে এখানে প্রেম-প্রীতি ও সৌহার্দ্যের কথা বলা হয়। বর্তমানে প্রত্যেকটি ধর্ম পরস্পরকে ছাপিয়ে যেতে চায়; কিন্তু মানবতাকে কেউ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় না। মানবতা হল সেই ধর্ম যা ভালবাসার আদেশ দেয়। ভালবাসা সকলের তরে ঘৃণা নয়কো কারো তরে - এটি মানবতার জয়ধ্বনি। জামাত আহমদীয়ার মানুষষের সঙ্গে বিভিন্ন দেশে আমার সাক্ষাত হয় তারা সর্বত্র প্রেম-প্রীতির বার্তা দেয়। পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে জামাত আহমদীয়া অনেক বড় ভূমিকা পালন করছে। এখানে এই সমস্ত মানুষের একত্রিত হওয়া এক অনন্য নজির। আজকের এই দিনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই আনন্দের মূহুর্তে আপনাদের সকলকে সাধুবাদ জানাই। জামাত আহমদীয়া তাদের শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রকল্পে সফল হোক এটিই আমার দোয়া।

(৫) জনাব রাজকুমারা ভেরকা সাহেব (প্রাক্তন বিধায়ক, অমৃতসর): সভাপতি মহাশয় ও শ্রোতাদেরকে সালাম জানিয়ে তিনি বলেন: এই জলসায় মানবতার যে শিক্ষা তুলে ধরা হচ্ছে তা অতি উচ্চ মানের। আপনারা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যে, এখানে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ও পবিত্রভূমিতে একত্রিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। আপনারা মানবতার যে বাণী প্রচার করছেন সেটিই হল সব থেকে বড় বাণী। পাঞ্জাবের এই পবিত্রভূমিতে যেখানে সারা বিশ্বের মানুষ একত্রিত হয়েছে যেটি অত্যন্ত শান্তি ও ভালবাসার স্থান। এখানে ভ্রাতৃত্ববোধের এই পরিবেশ অত্যন্ত পবিত্র। আমি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যে, আমাকে এই ভালবাসাপূর্ণ পরিবেশে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আজ চতুর্দিকে কেবল ধর্মেরই আলোচনা চলছে। কিন্তু কেবল মানবতার ধর্মের প্রয়োজন। ধর্মের সমস্ত ভেদাভেদ দূর হতে পারে একসঙ্গে বসে আলোচনার মাধ্যমে। কাদিয়ানের পবিত্র ভূমিতে সমস্ত ধর্মের সম্মান করা হয়। মানবতার সেবার জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।

(৬) জনাব স্বামী সুশীল সাহেব (কনভেন্টর ন্যাশনাল ধর্ম, দিল্লী): জলসার সমস্ত অতিথিদের জলসার সাধুবাদ ও সালাম জানিয়ে বলেন: আপনারা যে নারাধ্বনি দিয়ে থাকেন সেগুলি আমাদের সকলের হৃদয় স্পর্শ করেছে। মানবতার এই জলসা সমস্ত ধর্মের সম্মিলিত জলসা। আহমদীয়া জামাত হল একমাত্র জামাত যেটি সকলকে সঙ্গে নিয়ে চলে। সমগ্র ভারতবর্ষে মানবতার প্রকৃত চিত্র কেবল জামাত আহমদীয়াই তুলে ধরছে। এমন শিক্ষা যা অন্যান্য ধর্মের পয়গম্বরদের সম্মানের কথা বলে, আজ কেবল সেই শিক্ষারই প্রয়োজন। আপনাদের জামাত শান্তির উন্মুক্ত পুস্তক। আপনারা যে পুণ্যকর্ম করে চলেছেন তার কারণে আমি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। এই কাজ অত্যন্ত কঠিন আর এটি অন্য কেউ করতে পারে না। জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা এই ছোট্ট জনপদ থেকে ভালবাসার বাণী প্রসার করেছেন। ইসলামের প্রকৃত মান্যকারী কেবল আপনারাই। অনেক অ-আহমদী আমাকে আহমদীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে বাধা দেয়। আহমদীরা যখন আমাকে তাদের সঙ্গে মেলামেশায় বাধা দেয় না, তবে আমাকে তাদের বাধা দেওয়া অনুচিত। যখন অধর্ম দেখা দেয় তখন কোন না কোন অবতার অবশ্যই আবির্ভুত হন। আমি আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই আর আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই।

(৭) জনাব রমেশ কুমার সাহেব (দুর্গিয়ানা মন্দিরের প্রধান): সভাপতি ও শ্রোতাদেরকে সালাম জানিয়ে বলেন, আমরা সনাতন ধর্মের অনুসারী যারা প্রত্যেককে শান্তি ও সৌহার্দ্যের শিক্ষা দেয়। আমাদের ধর্মে ঘৃণার কোন স্থান নেই। আমি উপস্থিত সকল শ্রোতাদেরকে দুর্গিয়ানা মন্দিরে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আপনারা নিজে এসে দেখুন যে, কিভাবে আমরা মানব কল্যাণ এবং সেবার কাজ করছি। জামাত যেভাবে বিশ্বস্তরে মানবতার কাজ করছে, যদিও আমরা এখনও সেই স্তরে উন্নীত হই নি। আল্লাহ্ তা'লা যখন সমগ্র মানবমণ্ডলীকে একই রকমভাবে সৃষ্টি করেছেন তবে আমরা কেন বিভেদ করছি? নিজের ধর্মের শিক্ষাবলী অবশ্যই মেনে চলা উচিত আর অন্যান্য ধর্মের প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। আজ পৃথিবী থেকে মানবতা বিলুপ্ত হতে চলেছে। আমি আপনাদের সকলকে সাধুবাদ জানাই। যাদের উপর ধর্মের দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে তারা ভালবাসার বাণী দেয় তবে মানবতারই জয় হবে। ইনশা আল্লাহ্। আমরা প্রত্যেক পদক্ষেপে জামাত আহমদীয়ার সঙ্গে রয়েছি। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।

(৮) জনাব সন্ত বাবা ভাই জসপাল সিং সাহেব: সভাপতি মহাশয় এবং শ্রোতাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন: আপনাদের সকলকে একসঙ্গে দেখে ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। আমাদের জন্য এটি অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে, খোদা তা'লা আমাদের এই পাঞ্জাবভূমিতে একজন নবীকে প্রেরণ করেছেন যিনি সারা পৃথিবীর জন্য মানবতার বাণী দিয়েছেন এবং সমস্ত ধর্মকে সম্মান করতে শিখিয়েছেন এবং জামাতের শান্তির বাণীর প্রসার করেছেন। আমাকে জলসায় আমন্ত্রণ জানানোর পর থেকে এই দিনটির জন্য আমি অধীর প্রতীক্ষায় ছিলাম। আপনাদেরকে ধন্যবাদ ও স্বাগত জানাই। এই পবিত্রভূমি থেকে ভালবাসার যে বাণী ছড়িয়ে পড়ছে সেটিই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আপনারা সৌভাগ্যবান যে, এই জামাতের অংশ।

(৯) সন্ত বাবা সন্তু সিং সাহেব (কারসেবা প্রধান, পাঞ্জাব): আপনাদের জামাত আমাকে অনেক ভালবাসা ও সম্মান দেয়। আপনাদের সকলকে সালাম এবং জলসার শুভেচ্ছা। দেশ বিভাজনের পূর্বে এই পাঞ্জাব প্রদেশে সকলে শান্তি ও সম্প্রীতি সহকারে বাস করত। কিন্তু বিভাজনের কারণে অনেক নিরপরাধ মানুষকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে। আমার আন্তরিক ইচ্ছা হল আমরা যেন পূর্বের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকি।

৩১ ডিসেম্বর, তৃতীয় দিন

প্রথম অধিবেশন

তৃতীয় দিনের প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হয় মাননীয় মুনীর আহমদ হাফিযাবাদ ওকীলুল আলা তাহরীক জাদীদের সভাপতিত্বে। মাননীয় হাফিয নাকিবুল আমীন বার্কী সাহেব সূরা বানী ইসরাঈলের ৭৯-৮৫ নম্বর আয়াত তিলাওয়াত করেন এবং এর উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করেন মাকসুদ আহমদ ভট্টি, মুবাল্লিগ সিলসিলা। এরপর মুরুব্বী সিলসিলা মুদাসসের আহমদ ওয়াসিম সাহেব, রাবোয়া (পাকিস্তান) হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর নযম পরিবেশন করেন।

'জামাল ও হুসনে কুরআন নুরে জান হর মুসলমান হ্যায়। কামার হ্যায় চাঁদ অউরোঁ কা হামারা চাঁদ কুরআঁ হ্যায়।'

* এই অধিবেশনের প্রথম বক্তব্য রাখেন জামিয়া আহিমদীয়ার শিক্ষক মাননীয় মহম্মদ নাসের সাহেব। তাঁর বক্তব্যের বিষয় বস্তু ছিল খুলা ও তালাক এবং ইসলামে নারীদের অধিকার। বক্তব্যের শুরুতে তিনি বলেন: হযরত রসুলে করীম (সা.)-এর আবির্ভবের পূর্বে নারীদের অবস্থা ছিল শোচনীয় পর্যায়ের। কোন বিষয়ে তাদের কোন অধিকার ছিল না। নারী জন্মকে হীন ও তুচ্ছ জ্ঞান করা হত। কুরআন মজীদ এই ভয়ানক পরিস্থিতির চিত্র এই ভাষায় বর্ণনা করেছে।

وَاِذَا بُشِّرَ
اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا
وَهُوَ كَظِيْمٌ - يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ
مَا بُشِّرَ بِهٖ ؕ اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِى
التُّرَابِ ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ

অর্থাৎ যখন তাহাদের কাহাকেও কন্যা-সন্তানের (জন্মের) সংবাদ দেওয়া হয়, তখন তাহার মুখমন্ডল কালো হইয়া যায় এবং সে মনঃকষ্ট অবদমন করিতে থাকে।

তাহাকে যাহার সম্বন্ধে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে উহার অমঙ্গল হেতু লোকদের নিকট হইতে সে আত্মগোপন করিয়া বেড়ায়। (এবং চিন্তা করে) সে কি কলঙ্ক সত্ত্বেও তাহাকে জীবিত রাখিবে না মাটিতে পুঁতিয়া দিবে? - সাবধান! তাহারা যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছে উহা অতি মন্দ।

হযরত নওয়াব মুবারকা বেগম সাহেবা (রা.) তাঁর রচিত নযমে রূপরেখা অঙ্কন করে লেখেন-

'রাখ পেশ নযর ওহ ওয়াক্ত বেহান, জব যিন্দা গাড়ি জাতি থিঁ

ঘর কি দিবারেঁ রোতি থিঁ জব দুনিয়া মেঁ তু আতি থি।'

অর্থাৎ বোনেরা সেই সময়কে স্মরণ কর যখন তোমাদেরকে জীবিত পুঁতে ফেলা হত, ঘরের দেওয়াল গুলি কাঁদত যখন তোমরা ভূমিষ্ঠ হতে।'

কিন্তু নারীদের সৌভাগ্যের বিষয় হল সেই সময় নারীদের অধিকার রক্ষাকারী এক পরম হিতৈষীর আবির্ভাব হল। তিনি হলেন আমাদের প্রিয় নবী মহম্মদ মুস্তাফা (সা.)। তাঁর মাধ্যমে সমস্ত অন্যায় অত্যাচারের অবসান হল। তিনি ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ্ তা'লা আমার উপর নারীদের অধিকার সংরক্ষণের বিশেষ দায়িত্ব প্রদান করেছেন। আমি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে ঘোষণা করছি যে, মানুষ হিসেবে পুরুষ ও মহিলার অধিকার সমান। তিনি বলেন, মহিলা হল পৃথিবীর এক উৎকৃষ্ট পুরস্কার। মহিলারা পুরুষদের জন্য বস্ত্র স্বরূপ। নিজের স্ত্রীর সদাচরণের উপরই নির্ভর করে পুরষের সম্মান ও মাহাত্ম্য। পুরুষের ঈমান মহিলাদের প্রতি সদাচারের নির্ভর করে। পুরুষ যদি মহিলাদের প্রতি সদাচারী হয় তবেই সে মোমিন হিসেবে আখ্যায়িত হবে আর যদি সে মহিলাদের প্রতি সদাচারী না হয় তবে খোদার নিকট শাস্তিযোগ্য বিবেচিত হবে। তিনি (সা.) বলেন: মহিলারা নিজের সম্পদ, স্বামী এবং পিতামাতার সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে। তাদের বিবাহ হল একটি পবিত্র বন্ধন, নারী ও পুরুষের মধ্যে মনঃমালিন্য সৃষ্টি করে সেই বন্ধন ভঙ্গ করা মহাপাপ। কিন্তু যদি পুরুষ ও মহিলার প্রকৃতির মধ্যে বিরাট ধরণের বিভেদ ও বৈষম্য থাকে কিম্বা ধর্মীয়, আর্থিক ও রুচিগত বৈপরীত্য থাকে, তবে সেই অঙ্গীকার রক্ষা করতে বাধ্য করা যেতে পারে না যার ফলে তাদের জীবন এবং এর উদ্দেশ্য বিফল হয়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 3 Thursday, 15 Feb, 2018 Issue No. 7

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 300/- (Per Issue : Rs. 6/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

বলেন: ইসলাম যেভাবে নারীর অধিকার সংরক্ষণ করেছে তা অন্য কোনও ধর্ম কখনো করেনি। সংক্ষেপে বলে দিয়েছে- وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ অর্থাৎ নারী ও পুরুষের অধিকার সমান। (সূরা বাকারা, আয়াত: ২২৯) অনেকের বিষয়ে জানা যায় যে, এদেরকে পায়ের জুতোর মতো মনে করা হয় এবং নিকৃষ্ট সব কাজ তাদের মাধ্যমে নেওয়া হয়। তাদেরকে গালি দেয়, অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে আর পর্দার আদেশ তাদের উপর এমন অবৈধভাবে প্রয়োগ করে যেন তাদেরকে জীবিত কবর দেওয়া হয়েছে।

স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক এমন হওয়া বাঞ্ছনীয় যেমন দুইজন প্রকৃত বন্ধুর সম্পর্ক হয়ে থাকে। মানুষের উন্নত নৈতিক আচরণ এবং খোদা তা'লার সঙ্গে সম্পর্কের প্রথম সাক্ষী স্ত্রীরাই হয়ে থাকে। এদের সঙ্গেই যদি সুসম্পর্ক না থাকে তবে খোদা তা'লার সঙ্গে সুসম্পর্ক কিভাবে গড়ে উঠতে পারে। রসূল করীম (সা.) বলেছেন, 'খাইরুকুম খাইরুকুম লি আহলিহি'। অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই যে নিজের পরিবারের জন্য উত্তম।

দ্বিতীয় বক্তব্য রাখেন নাযের বায়তুল মাল খরচ, মাননীয় শোয়েব আহমদ সাহেব। তাঁর বক্তব্যের বিষয় বস্তু ছিল- ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর আলোকে আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব ও কল্যাণ। তিনি সূরা বাকারার ২৬২ ও ২৬৬ নং আয়াত তিলাওয়াত করেন যেখানে আল্লাহ্ তা'লা বলেন-

'যাহারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে তাহাদের দৃষ্টান্ত এক শস্যবীজের দৃষ্টান্তের ন্যায়, যাহা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে এবং প্রত্যেকটি শীষে একশত শস্যবীজ থাকে। এবং আল্লাহ্ যাহার জন্য চাহেন (ইহা অপেক্ষাও) বৃদ্ধি করিয়া দেন; এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্যদানকারী, সর্বজ্ঞানী।' (আল-বাকারা: ২৬২)

'এবং যাহারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং তাহাদের আত্মার দৃঢ়তার জন্য খরচ করে তাহাদের দৃষ্টান্ত উচ্চস্থানে অবস্থিত সেই বাগানের অবস্থার ন্যায় যাহার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত উহা দ্বিগুণ ফল উৎপন্ন করে। এবং যদি উহাতে প্রবল বৃষ্টিপাত নাও হয় তাহা হইলে অল্প বৃষ্টিই যথেষ্ট এবং তোমরা যাহা কিছু করিতেছ আল্লাহ্ তা'লা উহা সম্বন্ধে সম্যক দ্রষ্টা।'

(আল-বাকারা: ২৬৬)

তিনি মহানবী (সা.) এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর সাহাবাগণের আর্থিক কুরবানীর ঈমান উদ্দীপক ঘটনা উপস্থাপন করেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কয়েকজন সাহাবীর আর্থিক কুরবানীর ঘটনাও শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরেন। পাঠকদের জন্য কয়েকটি এখানে দেওয়া হল-

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণিত একটি ঘটনায় উল্লেখ রয়েছে যে, একবার লুধিয়ানায় একটি জরুরী বিজ্ঞাপন প্রকাশের জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ৬০ টাকা প্রয়োজন হয়। সেই সময় তাঁর সম্মানীয় সাহাবী হযরত মুনশী যাফর আহমদ সাহেব (রা.) লুধিয়ানায় ছিলেন। হুযুর (আ.) তাঁকে ডেকে বলেন যে, এই মূহুর্তে খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আপনার জামাত কি এই অর্থটুকুর ব্যবস্থা করে দিতে পারে? তিনি বললেন, ইনশাআল্লাহ্ করবে। আমি গিয়ে অর্থ নিয়ে আসাছি। তিনি অবিলম্বে কপুরথলা গিয়ে জামাতের কোন ব্যক্তিকে কিছু না বলেই স্ত্রীর একটি গয়না বিক্রি করে ষাঠ টাকা সংগ্রহ করে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে তা পেশ করেন।

এই ঘটনাটি দীর্ঘ। যেহেতু মুনশী যাফর আহমদ সাহেব একাই এই খিদমত করেছিলেন আর কপুরথলার জামাতকে এতে অংশ নেওয়ার জন্য বলেন নি, সেই কারণে সেই জামাতেরই সদস্য মুনশী আরোড়া সাহেব এই ঘটনা জানতে পেরে ছয় মাস পর্যন্ত মুনশী যাফর আহমদ সাহেবের উপর ক্ষুন্ন ছিলেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এমনই সব আত্মোৎসর্গকারী সাহাবাগণের সঙ্গ পেয়েছিলেন।

হযরত মিঞা আম্মা জান সৈয়্যদা নুসরত বেগম সাহেবা (রা.) -এর সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি মিনারাতুল মসীহ নির্মাণের জন্য এক হাজার টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন আর দিল্লীর একটি বাড়ি বিক্রি করে সেই অর্থ পরিশোধ করেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যখন মিনারাতুল মসীহ নির্মাণের প্রস্তাব রাখেন সেই সময় হযরত মিঞা শাদী খান সাহেব সিয়ালকোটী (রা.) নিজের ঘরের খাট (চারপাই) ছাড়া সমস্ত কিছু তিনশ টাকায় বিক্রি করে সেই পুরো অর্থ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর খিদমতে পেশ করে দেন। এই দেখে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সন্তুষ্টি ব্যক্ত করে বলেন, আপনি তো হযরত আবু বাকার (রা.)-এর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করলেন। একথা শুনে তিনি বাড়ি গিয়ে সেই চারপাইটিও বিক্রি করে পুরো অর্থ চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেন।

অনুরূপভাবে হযরত সাহেব যাদা পীর মঞ্জুর আহমদ সাহেব সম্পর্কে হযরত মির্যা আব্দুল হক সাহেব এডভকেট লেখেন যে, হযরত সাহেবযাদা পীর মঞ্জুর আহমদ সাহেব কায়েদা ইয়াসসারনাল কুরআন উদ্ভাবন করেছিলেন। এই কায়েদাটি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। সেই যুগে মাসিক কয়েকশ টাকা তাঁর উপার্জন ছিল; কিন্তু ধর্মের উদ্দেশ্যে তিনি এমনভাবে কুরবানী করতেন যে, নিজের জন্য কেবল ত্রিশ টাকা মাসিক খরচের জন্য রেখে দিতেন আর বাকি সমস্ত কিছু হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) -এর খিদমতে কুরআন প্রকাশনা এবং ধর্ম প্রচারের জন্য পাঠিয়ে দিতেন। ১৯৪০ সালে গ্রানী আরম্ভ হয়ে যাওয়ার পর নিজের জন্য মাসে চল্লিশ টাকা হারে রেখে বছরে দশ হাজার টাকা ধর্মের সেবার জন্য ব্যয় করেন।

তিনি বলেন অত্যন্ত সংকটের মূহুর্তে আন্তরিকতার সাথে খোদার পথে কুরবানী করা কোন সাধারণ বিষয় নয়; কিন্তু আহমদীয়াতের ইতিহাসে এর অসংখ্য উদাহরণ উজ্জ্বল হয়ে আছে। হযরত কাযি মহম্ম ইউসুফ সাহেব (রা.) পেশাওয়ারী হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগের একটি ঘটনা বর্ণনা করে বলেন- উযিরাবাদের শেখ পরিবারের এক যুবকের মৃত্যু হয়। তার পিতা কাফনের জন্য দুইশ টাকা রেখেছিল। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) লঙ্গরের খরচের জন্য জামাতের সদস্যদের চাঁদার প্রতি আহ্বান করেন। তাঁর কাছেও চিঠি পৌঁছায়। তিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে অর্থ পাঠিয়ে লেখেন-আমার যুবক পুত্র প্লেগ রোগে মারা গেছে। আমি তার কাফনের জন্য ২০০ টাকা রেখেছিলাম, এটি আপনার কাছে পাঠালাম। ছেলেকে তারই পরিধান সহ দাফন করছি।

এই অধিবেশনের তৃতীয় বক্তব্য রাখেন নায়েব নাযির উমুরে আমা কাদিয়ান, মৌলানা রফীক আহমদ বেগ। তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল ' হযরত আমীরুল মুমেনীন (আই.)-এর নির্দেশাবলীর আলোকে নামায কায়েম করা' । তিনি কুরআন, হাদীস এবং সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন (আই.)-এর নির্দেশাবলীর আলোকে নামাযের গুরুত্ব ও কল্যাণ স্পষ্ট করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর কতিপয় উদ্ধৃতি তুলে ধরেন। হুযুর বলেন: সর্ব প্রথম জরুরী বিষয় হল নামাযের অভ্যাস গড়ে তোলা। নামাযের বিষয়ে নিয়মনিষ্ঠ হওয়া আবশ্যক। বাহ্যিকভাবে নামাযের উপকার পাওয়া যাক বা না যাক নামায অবশ্যই পড়তে হবে, কেননা এটি ফরয বা কর্তব্য আর একথা স্মরণ করে নামাযের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে যে. সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র দিকেই আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। প্রত্যেকটি প্রয়োজনে তাঁরই কাছেই প্রার্থনা করতে হবে। যদি এই স্থায়িত্ব থাকে তবে একটি সময় আসবে যখন যথাযথভাবে নামায পড়া আরম্ভ হবে আর নামাযও উপভোগ্য হয়ে উঠবে। অনেকে যারা উত্তর দেয় যে নামায পড়ার চেষ্টা করি; কিন্তু অলসতা হয়ে যায়- তখন জিজ্ঞাসা করলে তারাও আর এই উত্তর দিবে না। তিনি একস্থানে বলেন, অলসতা তখনই হয়ে থাকে যখন নামাযের গুরুত্ব থাকে না আর আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে মানুষ বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। যদি আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ বিশ্বাস থাকে তবে অলসতা কিভাবে হতে পারে? অতএব আজ পৃথিবীর যে পরিস্থিতি তার মন্দ প্রভাব থেকে নিজেকে এবং ভবিষ্যত প্রজন্মকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ্ তা'লার দিকে নিষ্ঠা সহকারে অবনত হওয়া আবশ্যক। আর এই বিনয় অবলম্বনের উৎকৃষ্ট মাধ্যম যা আল্লাহ্, তাঁর রসূল এবং এই যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ আমাদেরকে বলেছেন সেটি হল আমরা যেন নিজেদের নামায রক্ষা করার দিকে বিশেষ মনোযোগ দিই।

তিনি আরও বলেন: নামাযসমূহকে রক্ষা করা আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে পাপ এবং অপকর্ম থেকে পবিত্র রাখার নিশ্চয়তা প্রদান করে। নিঃসন্দেহে নামাযের বিষয়ে

শেষাংশ আটের পাতায়.....

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir.